শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

অনুবাদক : রাশেদুল আলম

মানুষের পড়াশোনা অনেক বেড়েছে, সাথে সাথে বিস্তৃত হয়েছে তাদের জ্ঞানের পরিধি। বর্তমানে মানুষ বই-খাতা, পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার মধ্যমে খুবই দ্রুত সারা পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে। এক জায়গায় বসেই সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারে। অথচ আমাদের উচিত শরীয়ত সম্মতভাবে আমাদের রাসূল ﷺ এর বাড়িতে ভ্রমণ করা ও তার গৃহে প্রবেশ করা এবং সেখানে আমরা যা দেখবো, যা জানবো তার প্রতটি বিষয়কে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। আমরা খুব সংক্ষেপে রাসূল ﷺ এর বাড়ির ও ঘরের নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার বর্ণনা করবো, যেগুলো জানা আমাদের জন্য আবশ্যক এবং সেগুলো আমাদের জীবন ও গৃহ-পরিবারে বাস্তবায়ন করা জরুরী।

আমরা বিগত দিনের ইতিহাস, চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইতিহাস শুধুমাত্র জানা ও উপভোগ করার জন্য পড়বো না। বরং রাসূল ﷺ এর সিরাত পড়ে, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথে চলে, আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করবো, রাসূল ﷺ কে মুহাব্বতের যে আদেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন তা মান্য করবো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুহাব্বতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো তাঁর দেখানো পথে চলা, তাঁর আদেশ মানা ও নিষেধগুলো পরিহার করা।

রাসূল ﷺ এর বাড়িতে একদিন

সূচিপত্র

ভূমিকা

الحمد لله الذى بعث رسوله بالهدى ودين الحق و الصلاة و السلام على إمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد و على اله و صحبه أجمعين

বর্তমানে বেশীর ভাগ মানুষই হয়তো বাড়াবাড়ি নয়তো একেবারে ছাড়াছাড়ির মধ্যে আছে। তাদের কেউ কেউ রাসূল ﷺ কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে করতে একেবারে শিরিক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। (আল্লাহর পানাহ) যেমন কেউ কেউ রাসূল ﷺ এর নিকট দোয়া করে, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আবার কেউ কেউ তাঁর ব্যপারে একেবারেই উদাসীন থাকে। তাঁর দেখানো পথে চলা ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা থেকে বিমুখ ও উদাসীন থাকে। তারা রাসূল ﷺ এর দেখানো পথকে নিজেদের জীবনের চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করে না।

সকল মানুষই যেন রাসূল ﷺ এর সুন্নতের নিকটবর্তি হয়ে যায়। তাঁর দেখানো পথে চলতে শুরু করে। সেই লক্ষেই অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে এই অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখলাম। এই অল্প কয়েকটি পৃষ্টায় রাসূল ﷺ এর পূর্ণ জীবন ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ সিরাত তুলে ধরা সম্ভব না। কিন্তু এখানে তাঁর পবিত্র জীবনের এমন কিছু দিক ও গুণ বর্ণনা করেছি যে বিষয়ে মানুষ বর্তমানে অনেক উদাসীন। যে বিষয়গুলো মানুষ এখন খুব একটা খেয়াল করে না। আমি প্রতিটা বিষয়কেই অনেক সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। প্রতিটি বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে মাত্র দুই বা তিনটি হাদিস নিয়ে আসার মধ্যে সিমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি।

রাসূল ﷺ এর মহান চরিত্র সম্পর্কে বলার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ব্যপারে বলেছেন, وإنك لعلي خلق عظيم নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যথাযথ মর্জাদা দিয়ে থাকেন। তাঁরা তাঁকে সেই স্তরেই রাখেন যে স্তরে আল্লাহ তাআলা তাকে রেখেছেন। তিনি হলেন, আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর খলীল ও বন্ধু। তাঁরা তাকে নিজেদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও মাতাপিতার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বরং তাঁরা তাঁকে নিজেদের জীবনের থেকেও বেশী ভালবাসেন। কিন্তু তারা তাঁর ব্যপারে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি করেন না। অন্যায়ভাবে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেন না।

আমরাও আমাদের নবীকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাঁকে মুহাব্বত করি আমাদের জীবনের চেয়েও বেশী। আমরা তাঁর ব্যপারে কোন ধরণের বেদআত আরি না। তাঁর মিলাদ বা জন্ম দিন পালন করি না। বরং আমরা তাকে ভালবাসি, ও তার অনুসরণ করি ততটুকু যতটুর আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে যে বিষয়ের নিষেধ করা হয়েছে আমরা তা থেকে বিরত থাকি। হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ◉ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " . قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ " . فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا " .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা

মুমিনদের বাড়ী। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, "কেন, যদি কোন ব্যাক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাঁরা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তীময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, "এরা আপনার পরে (আপনার দ্বীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তখন আমি বলবঃ "দূর হ, দূর হ।" (মুসলিম)

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর রাসূল ﷺ এর হাদিস অনুসন্ধানকারী ও তাঁর সিরাত ও সুন্নত অনুসরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তার নিকট এই প্রার্থনাও করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতে তাঁর সাথে একত্র করেন এবং তাঁকে তাঁর শান অনুযায়ি প্রতিদান দেন। আমীন।

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

আব্দুল মালেক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল কাসেম

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়িতে একদিন

যিয়ারত

আসুন আমরা আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে তথা চৌদ্দশত বছর পূর্বে ফিরে যাই। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে পড়তে শুরু করি এবং তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করি। আমরা যিয়ারতের জন্য রাসূল ﷺ এর বাড়িতে, তাঁর গৃহে পবেশ করি। আমরা প্রবেশ করি তাঁর বাড়িতে আর প্রত্যক্ষ করি তাঁর অবস্থা, বাস্তব চিত্র, ঘটনা বলি এবং শুনি তার হাদিস । আসুন আমরা তাঁর বাড়িতে একদিন অবস্থান করি । শুধুমাত্র একদিন। একদিনই যথেষ্ট। সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করবো এবং তাঁর কথা ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন উজ্জ্বল করবো।

মানুষের পড়াশোনা অনেক বেড়েছে, সাথেসাথে বিস্তৃত হয়েছে তাদের জ্ঞানের পরিধি। বর্তমানে মানুষ বই-খাতা, পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার মধ্যমে খুবই দ্রুত সারা পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে। এক জায়গায় বসেই সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারে। অথচ আমাদের উচিত শরীয়ত সম্মতভাবে আমাদের রাসূল ﷺ এর বাড়িতে ভ্রমণ করা ও তার গৃহে প্রবেশ করা এবং সেখানে আমরা যা দেখবো, যা জানবো তার প্রতটি বিষয়কে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। আমরা খুব সংক্ষেপে রাসূল ﷺ এর বাড়ির ও ঘরের নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার বর্ণনা করবো, যেগুলো জানা আমাদের জন্য আবশ্যক এবং সেগুলো আমাদের জীবন ও গৃহ-পরিবারে বাস্তবায়ন করা জরুরী।

আমরা বিগত দিনের ইতিহাস, চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইতিহাস শুধুমাত্র জানা ও উপভোগ করার জন্য পড়বো না। বরং রাসূল ﷺ এর সিরাত পড়ে, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথে চলে, আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করবো, রাসূল ﷺ কে মুহাব্বতের যে আদেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন তা মান্য করবো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুহাব্বতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো তাঁর দেখানো পথে চলা, তাঁর আদেশ মানা ও নিষেধগুলো পরিহার করা।

রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করা ও তাঁর আদেশ মেনে চলা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।[২]

রাসূল ﷺ এর আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের প্রায় চল্লিশটি স্থানে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য ব্যতীত ইবাদতের না কোন মূল্য আছে আর না এর মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশ মত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে

---

১ সূরা আলে-ইমরান-৩১

২ সূরা আহযাব-২১

স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[৩]

রাসূল ﷺ তাঁর মুহাব্বতকে ঈমানের স্বাদ অর্জনের কারণ বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار

যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে সে এগুলোর মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে।
১. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ﷺনিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হবে।
২. মানুষ যা কিছু ভালোবাসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসবে।
৩. আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরি থেকে উদ্ধারের পর পূণরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে সে ততটাই অপছন্দ করবে যতটা অপছন্দ করে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করাকে।[৪]

অন্য হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

ঐ সত্তার কসম করে বলছি, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।[৫]রাসূল ﷺ এর সিরাত ও চরিত্র হলো পবিত্র ও মনমুগ্ধকর সিরাত ও

৩ সূরা নিসা-১৩-১৪
৪ মুত্তাফক আলাইহি
৫ মুসলিম

চরিত্র। আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো এবং তাঁর দেখানো পথে চলে নিজেদের উভয় জগত ধন্য করবো।

এক মহা ভ্রমণ

এই ভ্রমণ রাসূল ﷺ এর বড়িতে ভ্রমণ। এই ভ্রমণ রাসূল ﷺ এর জীবন ও তাঁর মুওয়ামালা দেখে শিখে সে অনুযায়ী আমল করে মহা প্রতিদান লাভের আগ্রহের ভ্রমণ। নিশ্চয়ই এই ভ্রমণ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ এবং অনুকরণ ও অনুসরণের ভ্রমণ। এই ভ্রমণ বিভিন্ন মহামূল্যবান কিতাবের পাতায় পাতায় সাহাবয়ে কেরাম রাঃ দের মুখে রাসূল ﷺ এর সিরাত ও সূরাত নিয়ে আলোচনার জন্য ভ্রমণ। এছাড়া নিছক তাঁর বাড়িতে ভ্রমণ তথা তাঁর ঘর, বাড়ি, কবর ইত্যাদি দেখতে যাওয়ার মধ্যে তো বিশেষ কোন ফায়দা নেই। তাছাড়া তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান বা স্থাপনা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বা দেখতে যাওয়া বৈধও নয়। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সাওয়াবের প্রত্যাশায় ভ্রমণ করা বৈধ নয়। (আর সেগুলো হলো) মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।[৬]

সুতরাং আমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান বা স্থাপনা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করবো না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান বা স্থাপনা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ না করি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺএর আদেশ মানা আমাদের জন্য ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

---

[৬] বুখারী ও মসলিম

রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।[৭]

সুতরাং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ তথা আমাদের জন্য তাঁর আদর্শ ও অনুসরণীয় বিষয় ব্যতীত আমরা তাঁর পরিত্যক্ত জিনিস ও নিদর্শনাবলীর অন্বেষণ করবো না। এ সম্পর্কে ইবনে ওয়াজ্জাহ বলেন,

"যেই গাছের নিচে বায়াতে রিযওয়ান সংঘটিত হয়েছিলো, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. সেই গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ মানুষ সেখানে যেতো এবং তার নিচে ছালাত আদায় করতো। সুতরাং তিনি তাদের ফেতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন।"[৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ গারে হেরা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতের পূর্বে হেরা গুহায় গিয়ে ইবাদত করতেন। আর এখানেই তাঁর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। কিন্তু তাঁর উপর সেখানে প্রথম বার ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি আর কখনো সেখানে যাননি। এমন কি তার নিকটেও যাননি। তিনি তো নিজে যাননি এমনকি তাঁর কোন সাহাবীও সেখানে যাননি। নবুওয়াতের পর তিনি প্রায় তের বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো সেখানে যাননি এবং সেই পাহাড়ে আরোহণ করেননি। হিজরতের পরও তিনি অনেকবার মক্কায় এসেছেন। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। মক্কা বিজয়ের সময় তো প্রায় বিশ দিন তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। বিদায় হজ্ব বা অন্যান্য ওমরার সময়ও তিনি গারে হেরায় যাননি এবং তা যিয়ারত করেননি।[৯]

এই তো এখন আমরা মদীনার দিকে দৃষ্টি দেবো। মদিনার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ও শিক্ষার জায়গা হলো উহুদ। উহুদ পর্বত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন,

هذا جبل يحبنا ونحبه

---

[৭] সূরা হাশর-৭

[৮] বুখারী ও মুসলিম

[৯] মাজমুউল ফাতুওয়া-২৭/২৫১

এটা এমন একটা পর্বত, যে আমাদের ভালোবাসে আমরাও তাকে ভালোবাসি।[১০]

আমরা রাসূল ﷺ এর বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে, তাঁর বাড়ির কাঠামো ও স্থাপনার দিকে একবার লক্ষ করি। আমাদের এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, আমরা দেখছি একটি ছোট্ট ও জীর্ণশীর্ণ বাড়ি, একেবারে অতিসাধারণ আসবাব পত্র ও বিছানা পত্র। রাসূল ﷺ ছিলেন, পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে সবচে' বেশি জাহেদ বা দুনিয়া ত্যাগী। দুনিয়ার আসবাবপত্র ও তার চাকচিক্যের প্রতি তার সামান্যতম আগ্রহ বা দৃষ্টি ছিলো না। বরং তার চক্ষুর শীতলতা ছিলো নামাজের মধ্যে।[১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া সম্পর্কে বলেন,

ما لي و للدنيا ما مثلي و مثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح و تركها

দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কীসের ? আমার এবং দুনিয়ার উপমা হলো একজন মুসাফিরের মতো যে গ্রীষ্মের দিনে সফর করেছে অতঃপর একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিলো এবং কিছুক্ষণ পর তা ছেড়ে চলে গেলো।[১২]

আমরা রাসূল ﷺ এর বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। মদিনার রাস্তায় হাঁটছি। এইতো আমাদের সামনে পড়ছে খেজুর পাতা আর মাটি-পাথর দিয়ে নির্মিত আম্মাজানদের ঘরগুলো।

হাসান রা. বলেন, আমি উসমান রা. এর খেলাফতকালে আজওয়াজে মুতাহহারাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম। তখন আমি তার ছাদ হাত দিয়ে ধরতে পারতাম।[১৩]

নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ এর বাড়ি খুবই সাধারণ বাড়ি এবং তার কক্ষ ছোট, কিন্তু তা ছিলো ঈমান ও আমল দ্বারা পূর্ণ এবং ওহী ও রিসালাত সমৃদ্ধ। সুতরাং দুনিয়ার

---

[১০] বুখারী মুসলিম

[১১] নাসয়ী শরীফ

[১২] মুসনাদে আহমদ-১/৩০১, তিরমিযি কিতাবুয যহুদ-১৩৭৭

[১৩] আসসীরাতুন নববী ২/২৭৪। আততাবকাতুল কুবরা১/৪৯৯

চাকচিক্যের পিছনে না পড়ে, ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্রে জৌলুসের দিকে না তাকিয়ে, আখেরাত সমৃদ্ধ করার পিছনে আমাদের সময় ব্যয় করা উচিত।

রাসূল ﷺ এর বর্ণনা

আমরা রাসূল ﷺ এর বাড়ির একেবারে নিকটে চলে এসেছি। আমরা তার দরজায় আওয়াজ দিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইবো। আমরা এখন সেই সাহাবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবো যারা রাসূল ﷺ কে দেখেছেন এবং নিখুঁতভাবে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন।

বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর চেহারা ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না।[১৪]

বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে এসেছে। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ

নবী কারীম মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিলো। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি। ইউসুফ ইবনে আবু ইসহাক তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নাবী ﷺএর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।[১৫]

---

১৪ বুখারী, হাদিস: ৩৫৪৯, মুসলিম ৪৩/২৫ হাঃ ২৩৩৭, আহমাদ ১৮৫৮২

১৫ বুখারী, হাদিস: ৩৫৫১, মুসলিম হাদিস: ২৩৩৭

আবু ইসহাক আস সাবিয়ী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل السَّيْفِ ؟ قَالَ : " لا ، بَلْ مثل الْقَمَرِ " .

একবার বারা ইবনে আযিব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ ﷺএর চেহারা কি তরবারির ন্যায় ছিলো? তিনি বললেন, না; বরং তা ছিলো চাঁদের মত।[১৬]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما مسست بيدي ديباجًا ولا حريرًا، ولا شيئًا ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله - صلى الله عليه وسلم

আমি রেশম ও রেশমী কাপড় ও অন্যান্য নরম জিনিস ধরে দেখেছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতের চেয়ে নরম কিছু পাইনি। রাসূলের শরীরের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম কোন ঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি।[১৭]

রাসূল ﷺ এর গুনাবলীর অন্যতম একটি হলো, লজ্জা। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه

রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার আড়ালে থাকা কুমারী বলিকার চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। অপছন্দনীয় কিছু তাঁর চোখে পড়লে আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারতাম।[১৮]

---

১৬ বুখারী, হাদিস: ৩৫৫২

১৭ বুখারী, হাদিসি: ৩৫৬১ মুসলিম, হাদিস: ২৩৩০

১৮ বুখারী, হাদিস: ৩৫৬২

রাসূল ﷺ এর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে এখানে আমরা সামান্য কয়েকটি গুনাবলীর বর্ণনা দিলাম। আমরা এক কথায় এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ গুণাবলীর বর্ণনা দিতে পারি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও চারিত্রিক গুণাবলী দান করেছেন।

রাসূল ﷺ এর কথা

ইতিপূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু গুণাবলী সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা রাসূল ﷺ এর কথা-বার্তা সম্পর্কে জানবো। কেমন ছিলো তাঁর কথা বলার ধরণ এবং কিভাবে তিনি কথা বলতেন? আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জবান থেকে কথা শোনার পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের রা. থেকে তাঁর কথা বলা সম্পর্কে জানবো।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ. "

রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের ন্যায় চটপটে, তথা অস্পষ্টভাবে তাড়াতাড়ি কথা বলতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো সুস্পষ্ট। আর শ্রোতারা খুব সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো।[১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত নরম ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি মানুষের সাথে কোমলভাবে সহজ ভাষায় কথা বলতেন। তিনি চাইতেন তাঁর কথা যেন সকলেই বুঝতে পারে। উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেয়াল ছিলো এতটাই বেশি যে, তিনি শ্রোতাদের বোধ ও স্মৃতি শক্তির তারতম্যের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতেন। আর এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ধৈর্যশীলতা ও সহনশীলতারও প্রমাণ বহন করে।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

১৯ তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৩৯

كان كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা ছিল সুস্পষ্ট ও ধীরস্থির, প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর কথা বুঝতে পারতো।[২০]

প্রিয় ভাই! একবার চিন্তা করে দেখো যে, কেমন ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোমলতা ও তাঁর অন্তরের প্রশস্ততা। শ্রোতারা যেন তার কথা ঠিক মত বুঝতে পারে সেজন্য তিনি একটি কথা কয়েকবার বলতেন।

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ. "

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন কথা তিনবার বলতেন, যাতে (শ্রোতারা) ভালোভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।[২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সাথে কোমল আচরণ করতেন। তাদের সান্ত্বনা দিতেন। তারা যেন তাকে ভয় না করে সে বিষয়ে তাদেরকে প্রবোধ দিতেন। কারণ অনেকেই তাঁকে ভয় করে চলতো।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رجلٌ ، فَكَلَّمَهُ ، فجَعلَ ترعدُ فرائصُهُ ، فقالَ لَهُ : هوِّن عليكَ ، فإنِّي لستُ بملِكٍ ، إنَّما أنا ابنُ امرأةٍ تأكُلُ القَديدَ

এক লোক নবী কারীম ﷺ এর নিকট এসে তাঁর সাথে কথা বললো। তখন ভয়ে তার শরীর কাঁপছিলো। তখন তিনি তাকে বললেন, স্বাভাবিক হও। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কোন ফেরেশতা নই। আমি তো একজন মায়ের সন্তান যিনি শুকনো গোশত খেতেন।[২২]

---

২০ আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮৩৯

২১ বুখারী, হাদিস: ৯৪, ৯৫, ৬২৪৪

২২ ইবন মাজাহ, হাদিস: ৩৩১২

বাড়ির ভিতর

আমরা এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়িতে, তাঁর ঘরের ভিতরে অবস্থান করছি। আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়ি ও ঘরের প্রতিটি বিষয় দেখবো এবং সেগুলোকে আমাদের জীবনে এবং আমাদের বাড়ি ও ঘরের উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবো। সাহাবায়ে কেরামগণ রা. আমাদের নিকট এই ঘরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দিবেন।

আমরা যখন তাঁর ঘরের অভ্যন্তর ও তার দেয়ালের দিকে তাকাবো তখন আমরা দেখবো ও জানতে পারবো যে, এই ঘরের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিনয় এবং তার আসবাব পত্র হচ্ছে ঈমান। এ কারণেই আমরা দেখবো তাঁর ঘরের দেয়ালে কোন প্রাণী বা অন্য কোন ছবি টানো নেই। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে বেশীরভাগ ঘরে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি ও প্রতিকৃতি ঝুলানো থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير

যেই ঘরে কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।১

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে ব্যবহার্য কিছু জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেবো। ছাবেত রা. বর্ণনা করেন,

أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظًا مضببًا بحديد فقال: يا ثابت هذا قدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان - صلى الله عليه وسلم - يشرب فيه الماء والنبيذ والعسل واللبن.

একবার আনাস ইবনে মালেক রাঃ আমদের সামনে মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি কাঠের একটি পাত্র নিয়ে এলেন। অতঃপর বললেন, ছাবেত! এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাত্র। তিনি এতে পানি, নাবিজ, মধু এবং দুধ পান করতেন।[২৩]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

২৩ তিরমিযী

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الشراب ثلاثًا». يعني: يتنفس خارج الإناء.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। (অর্থাৎ তিনি পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলতেন।)[২৪]

অন্য এক হাদিসে এসেছে,

ونهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলতে অথবা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[২৫]

আর সেই বর্ম যেটা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে গিয়েছেন, কঠিন দিনগুলোতে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন। হয় তো সেটা এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়িতে নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা এক ইহুদির কাছ বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে ত্রিশ সের জব নিয়েছেন ধার হিসেবে। যেমনটি আয়েশা রা. বলেছেন,

ومات الرسول - صلى الله عليه وسلم - والدرع عند اليهودي

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের সময়ও বর্মটি ইহুদি লোকটির কাছেই ছিলো।[২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনই হঠাৎ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে চলে আসতেন না। বরং তিনি তার আগমন সম্পর্কে ঘরের লোকদের অবগত করে তবেই ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি ঘরে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে সালাম দিতেন।[২৭]

প্রিয় ভাই! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা-ফিকির করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا وقنع

---

২৪ তিরমিযী, হাদিস: ১৯০৭

২৫ তিরমিযী, হাদিস: ১৯০৭

২৬ বুখারী ও মুসলিম

২৭ যাদুল মা'আদ ২/৩৮১

সুসংবাদ ঐব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত করা হয়েছে এবং তার জীবন যাপন ছিল সাদামাটা চলার মত আর সে ছিলো এতেই তৃপ্ত।[২৮]

তুমি তোমার কর্ণকে প্রসারিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই কথাটা একবার শোনো, তিনি বলেছেন,

من أصبح آمنًا في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

যে ব্যক্তি তার গোত্রের লোকদের মধ্যে নিরাপদে আছে। তার শরীরও সুস্থ। আর তার কাছে একদিনের পরিমাণ খাবার রয়েছে। দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তিই যেন তাকে দেওয়া হয়েছে।[২৯]

---

২৮ তিরমিযী, হাদিস: ২৩৪৯

২৯ তিরমিযী, হাদিস: ২৩৪

নিকটাত্মীয়

এই উম্মতের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিপূর্ণভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। কখনই কোনভাবে এই সম্পর্ক ছিন্ন হতে দিতেন না। বর্তমানে মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না। সামান্য কারণেই এই মহান সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানব। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর একারণেই তো নবুওয়াতের পূর্বে কাফেররাই তাঁর উপাধি দিয়েছিলো, আস-সাদেক, আল-আমীন (বিশ্বস্ত-সত্যবাদী)। আর নবীজীর ﷺ উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর যখন তিনি হয়রান-পেরেশান হয়ে খাদিজা রা.-এর কাছে আসলেন তখন খাদিজা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। এরপর নবীজীর যে উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিলো- إنك لتصل الرحم وتصدق

নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন এবং দান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺমায়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার উপর থাকা মায়ের হক সর্বোত্তমভাবে আদায় করেছেন। তিনি মায়ের কবর যিয়ারতে যেতেন। মমতাময়ী মায়ের ছায়া তো তার উপর থেকে সাত বছর বয়সেই উঠে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি মায়ের কথা কখনো ভুলেননি, এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও না।

কিন্তু আফসোস আমরা বর্তমানে মাকে ভুলে যাই। মৃত্যুর পর মায়ের কথা স্মরণ রাখা তো দূরের কথা জীবিত থাকা অবস্থাতেও অনেক সময়, মাকে ভুলে যাই। মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করি, তাকে ঘর থেকে বের করে দেই। কিন্তু আমাদের নবীজী ﷺ কখনও মাকে ভুলতে পারেননি, এমনকি নবুওয়ত পাওয়ার পর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি মায়ের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করে বলেন,

زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন, নিজে কাঁদলেন এবং আশেপাশের সকলকে কাঁদালেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তার জন্য (আমার মায়ের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমকে এই অনুমতি দেননি। আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছি তখন আমাকে এই অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩০]

একবার চিন্তা করে দেখো, নিকটাত্মীয়দের প্রতি তার মুহাব্বত কেমন ছিলো? তিনি তাদেরকে কতটা ভালোবাসতেন। তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনা ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি কতটা পেরেশান ছিলেন। এজন্য তো তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনার চেষ্টা করে গেছেন অবিরাম। আমরা আবু হুরায়রা রা. এর জবান থেকেই শুনি কী চেষ্টা করেছেন তিনি তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনতে।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ " يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا " .

---

৩০ মুসলিম, হাদিস: ৯৭৬

যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) "তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দাও" (সূরাহ আশ শু'আরা ২৬ - ২১৪)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরাইশদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলো। তারপর তিনি তাদের সাধারণ ও বিশেষ সকলকে সম্বোধন করে বললেন,
হে কাব ইবনে লুওয়াই-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা নিজেদের বাঁচাও।
হে মুররাহ ইবনে কাব-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো।
হে আবদে শামস-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো।
হে আবদে মানাফ-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা নিজেদের বাঁচাও।
হে হাশিম-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো।
হে আবদুল মুত্তালিব-এর বংশধর! জাহান্নাম থেকে তোমরা নিজেদের বাঁচাও।
হে ফাতিমা! জাহান্নাম থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাও।
কারণ, আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। অবশ্য আমি তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবো।[৩১]

এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপন চাচা আবু তালিবকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কতটা পেরেশান। তিনি বারবার যাচ্ছেন তার বাড়িতে, তাকে বুঝানোর জন্য, হেদায়েতের পথে আনার জন্য। এমনকি চাচা আবু তালিব যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও তিনি তার কাছে গেলেন এবং তাকে ঈমান নামক সুশীতল মিষ্টি পানি পান করার আহ্বান করলেন। হাদিস শরীফে এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ

---

৩১ মুসলিম, হাদিস: ২০৪

بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ) الآيَةَ

আবু তালিব-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার নিকট আসলেন। তিনি সেখানে আবু জাহল ইবনে হিশাম ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমায়্যা ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু তালিবকে লক্ষ করে বললেনঃ চাচাজান! 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর ওসীলায় আমি আল্লাহ্র সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারবো। আবু জাহল ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু উমায়্যা বলে উঠলো, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার নিকট কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফেরাত কামনা করতে থাকবো, যতক্ষণ না আমাকে তা হতে নিষেধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।[৩২] এবং এই আয়াত নাযিল হয়

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

৩২ আত্-তাওবাহঃ ১১৩

অর্থাৎ: হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না।[৩৩] (সূরা কাসাস, আয়াত: ৫৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (চাচা আবু তালিবের) জীবদ্দশায় তাকে অনেক অনেক বার ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি তার শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর সময়ও তাকে দাওয়াত দিতে থেকেছেন। এমনকি মৃত্যুর পরও তার মুহাব্বত ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি চাচার জন্য ইস্তেগফার করেছেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলর পক্ষ থেকে মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার না করার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি তার জন্য ইস্তেগফার করা বন্ধ করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে আমরা দু'টো জিনিস দেখতে পাই,

*নিকটাত্মীয়দের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ, মুহাব্বতম ও ভালোবাসা।

*দ্বীনকে ভালোবেসে সকল মুহাব্বত ও দরদ-ভালোবাসাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। অর্থাৎ এই ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠেছে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সর্বোচ্চ ওলায়াত তথা বন্ধুত্ব। আর মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ বারাআত তথা সম্পর্ক ছিন্ন করা, এমনকি তারা যদি নিকটাত্মীয়ও হয় তবুও।

---

৩৩ আহমাদ, হাদিস: ২৩৬৪৭; বুখারী, হাদিস: ১৩৬০; মুসলিম, হাদিস: ২৪

বাড়িতে রাসূল ﷺ

মানুষের বাড়ি বা ঘর হলো এমন একটি স্থান, যেখানে প্রকাশ পায় তার আসল চরিত্র কেমন তা। বাড়ি-ঘরের বাইরে অন্য মানুষের সামনে অনেকেই সুন্দর আচরণ করে। নিজের ভিতরের স্বচ্ছতা প্রকাশ করে। নিজেকে আবেদ বলে জাহের করে। কিন্ত ঘরের ভিতরের চিত্র থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই মানুষের উত্তম চরিত্র, পূর্ণাঙ্গ শিষ্টাচার, উত্তম আচরণ, এবং অন্তরের স্বচ্ছতা প্রকাশ পায় তার বাড়িতে। কারণ সে তখন দেয়ালের আড়ালে ও লোকচক্ষু বাইরে থকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের বাইরে যেমন ছিলেন বিনয়ী, কোমল আচরণকারী, সবার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণকারী, বড়ি-ঘরের অভ্যন্তরেও তিনি ঠিক তেমনই ছিলেন বিনয়ী, কোমল আচরণকারী, সবার সাথে হৃদ্যতা ও ভলবাসা পূর্ণ আচরণকারী। আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে কী করতেন ? আয়েশা রা. বলেন,

كان بشرًا من البشر: يفلي ثوبه ويحلب شاته، ويخدم نفسه

তিনি অন্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর কাপড় থেকে উকুন বাছতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।[৩৪]

সুবহানাল্লাহ ! কেমন বিনয়! দুজাহানের সরদার, শ্রেষ্ঠ মানব, উম্মতের নবী ঘরের ভিতর নিজের কাজ নিজেই করছেন!!

অন্য দিকে পেট ভরে খাওয়ার মত ঘরে কিছুই থাকতো না তাঁর। নোমান ইবনে বশীর রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

لقد رأيت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه

আমি তোমাদের নবীকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, পেট ভরে খাওয়ার মত নিম্নমানের খেজুরও তার কাছে ছিলো না। ২

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

৩৪ আহমাদ

إن كنا آل محمد نمكث شهرًا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء

আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার, এক মাস পর্যন্ত ঘরে কোন আগুন না জ্বেলে শুধুমাত্র খেজুর আর পানি খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। (অর্থাৎ রান্না করার মত আমাদের কাছে কিছু থাকতো না তাই শুধুমাত্র খেজুর আর পানি খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতাম।)[৩৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরের এমন অভাব অনটন আর কাজের ব্যস্ততা কখনই আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। যখন তাঁর কানে আযানের আওয়াজ পৌঁছেছে, তিনি দুনিয়ার সকল কিছুকে পিছনে রেখে ছুটে গেছেন মসজিদের দিকে। আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ﷺ ঘরে কী করতেন? আয়েশা রা. বলেন,

كان يكون في مهن أهله، فإذا سمع بالأذان خرج

তিনি তাঁর পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর যখন আযান শুনতেন তখন বের হয়ে যেতেন।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই ঘরে ফরজ সালাত আদায় করতেন না। তবে মৃত্যুর পূর্বে তার অসুস্থতা যখন অনেক বেড়ে গেলো। বাইরে বের হওয়া তাঁর জন্য অনেক কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো তখনকার কথা ভিন্ন।

উম্মতের প্রতি তার এত দরদ ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও জামাত তরককারীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তিনি বলেন,

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم

---

৩৫ মুসলিম, হাদিস: ২৯৭২

৩৬ বুখারী, হাদিস: ৬৭৬

আমার মনে চায়, নামায আদায়ের আদেশ করি। অতঃপর আমি একজনকে আদেশ দেই মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করতে। অতঃপর আমার সাথে কয়েকজন লোক নিয়ে সাথে কাঠ বহন করে ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যারা নামাযে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদেরকেসহ তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই।[৩৭]

জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব অনেক। অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»، والعذر خوف أو مرض .

যে ব্যক্তি আযান শুনলো কিন্তু জামাতে উপস্থিত হলো না। তার কোন নামায নেই। তবে সে যদি ওজরগ্রস্ত হয়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। আর ওজর হল অসুস্থতা ও ভয়।[৩৮] আহ! আজ সেই মুসল্লিরা কোথায়? এখন তো স্ত্রীর কাছে থেকে কোন কারণ ছাড়াই জামাত তরক করা হচ্ছে!! তাদের কি কোন অসুস্থতা ও ভয়ের ওজর আছে??

---

৩৭ বুখারী, হাদিস: ৬৪৪; মুসলিম, হাদিস: ৬৫১

৩৮ তিরমিযী, হাদিস: ২১৭

রাসূল ﷺ এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের চলা-ফেরা ও আচার ব্যবহারই তার জ্ঞানের পরিধি ও অন্তরের প্রশস্থতার আলামত বহন করে।

আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সহধর্মিণী। তিনি জাগ্রত অবস্থায়, ঘুমন্ত অবস্থায়, অসুস্থতার সময়, সুস্থতার সময়, ক্রোধের সময়, শান্ত-স্থীর থাকার সময় এক কথায় সর্বাবস্থায় তাঁর পাশে থেকেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। আয়েশা রা. বলেন,

لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا ولا متفحشًا، ولا صخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح

রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীল ও নোংরা ছিলেন না। তিনি অশ্লীলতা ও নোংরামী পছন্দও করতেন না। তিনি হাট বাজারে হৈ-চৈ চিল্লা-ফাল্লা করতেন না। তিনি মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিতেন না বরং তিনি ক্ষমা করে দিতেন ও দয়া করতেন।[৩৯]

এটাই হলো উম্মতের দয়ার নবী, হেদায়েতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। রাসূল ﷺএর নাতি, জান্নাতের সরদার, হুসাইন ইবনে আলী রা. রাসূলুল্লাহ ﷺএর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي جُلَسَائِهِ ، فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , دَائِمَ الْبِشْرِ ، سَهْلَ الْخُلُقِ ، لَيِّنَ الْجَانِبِ ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ ، وَلا صَخَّابٍ وَلا فَحَّاشٍ ، وَلا عَيَّابٍ وَلا مُشَاحٍ ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهِي ، وَلا يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلا يُخَيَّبُ فِيهِ ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ : الْمِرَاءِ , وَالإِكْثَارِ , وَمَا لا يَعْنِيهِ ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ : كَانَ لا

---

৩৯ আহমাদ

يَذُمُّ أَحَدًا , وَلا يَعِيبُهُ ، وَلا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ , حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ , وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ ، وَلا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلا مِنْ مُكَافِئٍ وَلا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ "

আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথীদের ব্যাপারে তাঁর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং কৃপণ ছিলেন না। তিনি অপছন্দনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। **তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন**

* ঝগড়া-বিবাদ।
* অহংকার করা।
* অযথা কথাবার্তা বলা।

লোকদের ব্যাপারে তিনটি কাজ হতে বিরত থাকতেন -

* কারো নিন্দা করতেন না।
* কাউকে অপবাদ দিতেন না।
* এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না।

যে কথায় সওয়াব হয়, শুধু তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যরা তাকে

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারতো। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতো না। কেউ কোন কথা বলা শুরু করলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোন কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

অপরিচিত ব্যক্তির রূঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। কখনো কখনো সাহাবীগণ অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, কারো কোন প্রয়োজন দেখলে তা সামাধান করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে নিষেধ করে দিতেন, অথবা মজলিস হতে উঠে যেতেন, যাতে বক্তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। [৪০]

তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একটি একটি করে চিন্তা করো এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ঘটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করো। কারণ এই বৈশিষ্টগুলোর মধ্যেই রয়েছে পূর্ণ কল্যাণ এবং উভয় জাহানের সফলতার সোপন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বৈশিষ্ট্যের একটি ছিলো তিনি তার সাথীদেরকে দ্বীনের বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি মজলিসে সাহাবায়ে কেরাম রা.দের উদ্দেশ্য করে বলতেন,

من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে মারা গেলো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৪১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন.

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

---

৪০ তিরমিযী

৪১ বুখারী, হাদিস: ১০; মুসলিম, হাদিস: ৪২

মুসলিম তো সে যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হলো সেই যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করে। ৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

যারা অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে হেঁটে মসজিদে আসে তাদেরকে কিয়ামতের দিনে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।[৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

তোমারা তোমাদের জান, মাল ও জবানের মাধ্যমে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো।[৪৩]

তিনি আরো বলেন,

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب

নিশ্চয়ই বান্দা এমনও কথা বলে এবং তাতে সে এমন কিছু প্রকাশ করে, যার ফলে সে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামের দিকে ছিটকে পড়ে।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إني لم أبعث لعانًا، وإنما بعثت رحمة

আমি অভিশম্পাতকারী রূপে প্রেরিত হইনি। আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।[৪৫]

ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم

---

৪২ তিরমিযী, হাদিস: ২২৩; ইবনু মাযাহ, হাদিস: ৭৮

৪৩ আবু দাউদ

৪৪ বুখারী, হাদিস: ৬৪৭৭; মুসলিম, হাদিস: ২৯৮৮

৪৫ মুসলিম, হাদিস: ২৫৯৯

তোমরা আমার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না যেমনিভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে।[৪৬]

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ " إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কোন খলীল বা একান্ত বন্ধু থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কারণ মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে যেমন খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে রকমভাবে আমাকেও খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে আবু বকরকেই করতাম। সাবধান থেকো তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নাবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ (সেজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করতো। সাবধান তোমরা কবরসমূহকে সেজদার স্থান বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি।[৪৭]

এর উপর ভিত্তি করে বলা হয় যেই মসজিদে এক বা একাধিক কবর রয়েছে তাতে নামায আদায় করা জায়েয নেই।

---

৪৬ বুখারী, হাদিস: ৩৪৪৫

৪৭ মুসলিম, হাদিস: ৫৩২

রাসূল ﷺ এর কন্যাগণ

জাহেলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তানের জন্মের দিনটি ছিলো পিতা-মাতার জন্য এক কালো শোক দিবস। বরং কন্যা সন্তানের জন্ম ছিলো পুরো পরিবার এবং বংশের জন্য লজ্জা ও কলঙ্কের। ঐ সমাজে কন্যা সন্তান জন্মের লজ্জা ও কলঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য তারা মেয়েদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে হত্যা করতো। আর তাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার কর্মটিও সম্পাদন করতো অত্যন্ত কুৎসিত ও নির্দয়ভাবে। এজন্য তাদের মনে থাকতো না কোন ধরণের দয়া ও সহানুভূতি। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আর তারা এই অপরাধ কর্মটি সম্পাদন করতো বিভিন্ন নির্মম পদ্ধতিতে।

যেমন কেউ কেউ মেয়েকে বড় হতে দিতো। অতঃপর তার বয়স যখন সাত বছর হতো তখন বাবা তার মাকে বলতো। তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে সুগন্ধি মেখে প্রস্তুত করে দাও। আমি তাকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবো। অন্য দিকে সে মরুভূমিতে আগ থেকেই গর্ত খুঁড়ে আসতো। অতঃপর সে যখন মেয়েকে নিয়ে সেই কূপের কাছে আসতো তখন তাকে বলতো, তুমি দেখো তো তাতে কী আছে। মেয়ে যখন কূপের দিকে তাকাতো তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে ভিতরে ফেলে দিতো, এবং খুব হিংস্র ও নির্দয়ভাবে তাকে মাটি চাপা দিতো।

এই জাহেলী সমাজেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ও ইনসাফের দ্বীন নিয়ে এলেন। যেই ধর্ম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, একজন মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে, ফুফু ও খালা হিসেবে এবং একজন স্ত্রী হিসেবে। সেই জাহেলী সমাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যাদের দিয়েছেন আন্তরিক ভালোবাসা এবং পূর্ণ মর্যাদা । সেই ভালোবাসা ও মর্যাদার একটা চিত্র দেখুন। মেয়ে ফাতেমা রা. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসতেন তখন তিনি সস্থান থেকে উঠে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বগত জানাতেন এবং তার হাত ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং নিজ স্থানে তাকে নিয়ে বসাতেন। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যখন ফাতেমা রা. এর বাড়িতে আসতেন তখন তিনি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং নিজ আসনে নিয়ে তাঁকে বসাতেন।[৪৮]

---

৪৮ আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাদের সীমাহীন ভালোবাসলেও দ্বীনের উপর কখনই তিনি তাদেরকে প্রাধান্য দিতেন না। তার একটি নমুনা দেখুন। দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। তারা তাকে শারীরিক ও মানষিক ভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো তাদের মধ্যে সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দানকারী লোকগুলোর মধ্যে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব ছিল অন্যতম।

আবু লাহাবের ধ্বংসের ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সেও। আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুই কন্যা উম্মে কুলসুম এবং রুকায়্যার বিয়ে হয়। কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ. কে দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ না করলে তাঁর মেয়েকে তালাক দেওয়ার হুমকি দিলো এবং তাদের তালাক দিয়ে দিলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই পিবদ মেনে নিলেন এবং মজবুত পাহাড়ের ন্যায় দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অটল রইলেন।

মেয়েদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভালোবাসা এবং তাদের জন্য আনন্দিত হওয়ার আরেকটা উদাহরণ। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطيء مشيتها من مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فلما رآها رحب بها وقال: مرحبًا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله

একবার আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীরা তাঁর নিকট বসা ছিলাম। তখন ফাতেমা রা. আসলেন। তাঁর হাঁটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাঁটার মত। তিনি যখন তাকে দেখলেন, তখন তাকে অভিনন্দন জানালেন, এবং বললেন, "মেয়ে আমার! অভিনন্দন তোমাকে"। অতঃপর তাকে তাঁর ডান অথবা বাম পাশে বসালেন।[৪৯]

৪৯ মুসলিম, হাদিস: ২৪৫০

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়েদের ভালোবাসতেন, আদর করতেন। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদেরকে সামন্যতমও ছাড় দিতেন না এবং তাদের দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতে দিতেন না। তিনি সর্বদাই চাইতেন তাঁর কলিজার টুকরো কন্যারা যেন আখেরাতে সুখে থাকে। তাদের আখেরাত যেন হয় অনেক সুন্দর ও শান্তির। বিষয়টিকে আমরা সামনের ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবো। সাথে সাথে ঘটনাটি থেকে আমরা আরো বুঝতে পারবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺকন্যাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের বাড়ি যেতেন এবং তাদের খোঁজ খবর নিতেন। আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ. قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ " مَكَانَكِ ". فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ". وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ.

একবার গম পেষার যাঁতা ঘুরানোর কারণে ফাতেমা রা. এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেলো। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন গৃহে ফিরলেন তখন আয়েশা (রাঃ) এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এমন সময় আগমন করলেন যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন, নিজ স্থানেই অবস্থান করো। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনিভাবে বসে গেলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতল স্পর্শ আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বলে দেব না, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অধিক উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন

তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অধিক কল্যাণকর। ইবনু সীরীন (রহ.) বলেনঃ তাসবীহ হলো ৩৪ বার।[৫০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি বিষয়ই তো আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সন্তান হারানোর পর ধৈর্য ধারণ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবো। একমাত্র ফাতেমা রা. ব্যতীত তাঁর সকল পুত্র ও কন্যা সন্তানের ইন্তেকাল হয় তাঁর জীবদ্দশায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ করেন। তিনি কোন ধরণের বিলাপ করেননি, চিৎকার চেঁচামেচি করেননি, মাটিতে হাত মুখ চাপরাননি এবং বিলাপ করতে করতে নিজের জামা কাপড় ছিরে ফেলেননি। বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থেকে উত্তমভাবে ধৈর্য ধারণ করেছেন।

বিপদগ্রস্ত ও দুঃখকষ্টে আক্রান্ত লোকেরা যদি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক সওয়াব ও প্রতিদান দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বিপদে মুসিবতে বলবে,

إنا لله وإنا إليه راجعون اللّهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها

আল্লাহ তা'আলা তাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।[৫১]

إنا لله وإنا إليه راجعون

(নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন তার নিকটই)[৫২]

এই দো'আ বিপদগ্রস্ত ও মুসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল। যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে এই দো'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক অনেক প্রতিদান দান করবেন। ধৈর্যশীলদের পুরুস্কারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দেওয়া হবে অগণিত।[৫৩]

---

৫০ বুখারী, হাদিস: ৩৭০৫

৫১ মুসলিম, হাদিস: ৯১৮

৫২ সূরা বাকারাহ: ১৫৬

স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন:

الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة

সারা দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার সতী স্ত্রী।[৫৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম আচরণ ও স্ত্রীদের ভালোবাসার বড় একটি প্রমাণ হলো তিনি উম্মুল মুমিনীনদের নাম আদর করে সংক্ষিপ্ত করে ডাকতেন এবং তাদেরকে খুশী করার জন্য বিভিন্ন সংবাদ তাদের শুনাতেন। যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: «يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام .

রাসূল ﷺ একদিন বললেন, হে আয়েশ! (আয়েশা রা. নামকে সংক্ষিপ্তাকারে) জিবরাঈল আ. এই মাত্র তোমাকে সালাম দিয়ে গেল"।[৫৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীদের অবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ করে, তাদের সাথে কোমল আচরণ করা, তাদেরকে আদর সোহাগ করা এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের এক উজ্জ্বল নমুনা রেখে গেছেন আমাদের সামনে। তিনি স্ত্রীদেরকে এমন অবস্থান দিয়েছেন যা প্রতিটি স্ত্রীই তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করে। যাতে করে সে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনীতে পরিণত হতে পারে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

---

৫৩ সূরা জুমার-১০

৫৪ সহীহ আল-জামে আস-সাগীর, আহমদ, হাদিস: ৬৫৬৭ নাসায়ী, হাদিস: ৩২৩

৫৫ বুখারী, হাদিস: ৩৭৬৮; মুসলিম, হাদিস: ৮৯৭৫

كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه على موضع في

আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় কিছু পান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রেখে পান করতেন এবং আমি হাড়ের মাংস খেয়ে শেষ করলে তিনি তা নিয়ে আমার মুখ লাগানোর স্থানে মুখ লাগাতেন।[৫৬]

মুনাফিক এবং মুস্তাশরিকরা যেমন ধারণা করে এবং মিথ্যা অপবাদ ও বাতিল দাবী করে থাকে যে, তিনি দম্পত্যজীবনে স্ত্রীদের প্রতি কঠোর। এটা মোটেও ঠিক না। তিনি কখনই এমন ছিলেন না। বরং তিনি দাম্পত্যজীবনে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

আয়েশ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন স্ত্রীকে চুমু দিয়ে অজু না করেই নামাযের জন্য মসজিদের যেতেন।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন জায়গায় নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সম্মানের কথা প্রকাশ করেছেন। এই যে দেখুন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর বিন আস রা. এর এক প্রশ্নের উত্তর এবং তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, স্ত্রীর ভালোবাসা, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই অপমানিত ও খাটো করে না।

আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করে বলেন,

أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة

আপনার নিকট কোন মানুষ সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বলেন: আয়েশা।

যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চায়, সে যেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর এ হাদিসটি পড়ে এবং তা নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করে

---

৫৬ মুসলিম, হাদিস: ৩০০

৫৭ আবু দাউদ, হাদিস: ১৭৯; আহমদ, হাদিস: ২৫৭৩২

দেখে যে, কিভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে আচরণ করতেন এবং তাদেরকে ভালোবাসতেন।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد

আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম।[৫৮]

স্ত্রীদের ভালোবাসা এবং তাদেরকে বৈধ পন্থায় খুশী করা আমাদের শরয়ী এবং নৈতিক দায়িত্ব। আর একারণেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখতে পাই তিনি সকল বৈধ পন্থায় স্ত্রীদের খুশী করাতেন এবং তাদের মনে আনন্দ দিতেন। আয়েশা রা. বলেন:

خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا ثم قال: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم، وبدنت وسمنت وخرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس «تقدموا» ثم قال: «تعالي أسابقك» فسبقني، فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك.

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কোন এক ভ্রমণে বের হলাম, সে সময় আমি অল্প বয়সী ও শারীরিক গঠনের দিক দিয়েও হালকা-পাতলা ছিলাম। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা সামনের দিকে অগ্রসর হল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: "এসো আমি তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। তখন আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম এবং তাকে পেছনে ফেলে আমি অগ্রসর হয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে কিছুই বললেন না। যখন আমি শারীরিক দিক দিয়ে মোটা ও ভারী হলাম। তাঁর সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা সামনে অগ্রসর হলো: তখন তিনি আমাকে বললেন: এসো আমরা

---

৫৮ বুখারী, হাদিস: ২৬৩

দৌড় প্রতিযোগিতা করি, এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি আমার আগে চলে গেলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন: এইটা সেটার বদলা।[৫৯]

এটা একদিকে যেমন সরস কৌতুক অন্য দিকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও সীমাহীন গুরুত্বের প্রতিচ্ছবি। স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করার জন্য তিনি সাহাবাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এর মাধ্যমে তিনি স্ত্রীর মনে আনন্দ দিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বের বিনোদনের ইতিহাস টেনে আজকের বিজয়ের তুলনা করে বললেন, এইটা সেটার বদলা।

বর্তমানে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র-নায়ক, বড়বড় সেনা অফিসার ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থা ও স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণ দেখলে অবাক হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে উম্মতের নবী অন্য দিকে বিজয়ী সেনাপতি, আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র কোরাইশ বংশের, এবং কোরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোত্র বনী হাশিম গোত্রের সন্তান। তিনি কোন এক বিজয়ের দিনে, বিজয়ী বেশে ফিরে আসছেন। বিশাল সেনাবাহিনী তার নেতৃত্ব চলছে। এত কিছুর পরও তিনি, স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ করছেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সাথে কোমল আচরণ করছেন। বিশাল সেনাবাহিনির নেতৃত্ব, যুদ্ধ বিজয়ের গৌরব, আর দীর্ঘ পথের ক্লান্তি তাকে স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ, কোমল ব্যবহার, স্ত্রীদের সাথে নরম স্বরে প্রেমালাপ ও আলতো করে তাদের ছুঁয়ে দেওয়ার কথা ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি ভালোবাসা দিয়ে তাদের দীর্ঘ ছফরের ক্লান্তি ভুলিয়ে রাখতেন।

এই উম্মতের নবী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতির স্ত্রীদের সাথে প্রেমের আচরণের এক দৃশ্য দেখুন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ খায়বারের যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। এবার যে উটের পিঠে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আরোহণ করবেন পর্দার জন্য সেই উটকে চার পাশ থেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন আর স্ত্রী ছফিয়্যাহ রা. তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে উটের উপর আরোহণ করলেন।

এই ঘটনা সাহাবীদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলেছে। এর মাধ্যমে এক বিজিয়ী সেনাপতি, ও প্রেরিত নবী তার উম্মতদের শিক্ষা দিলেন, স্ত্রীদের ভালোবাসলে, তাদেরকে কোন কাজে সহযোগিতা করলে, স্ত্রীদের সাথে বিনয় ও কোমল আচরণ করলে স্বামী বা পুরুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না বরং এটা করাই তার কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে অসিয়ত করে বলেছেন।

ألا واستوصوا بالنساء خيرًا

সাবধান ! তোমরা নারীদের হিতাকাংক্ষী হও।[৬০]

একাধিক স্ত্রী

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মোট এগারো জন স্ত্রী ছিলেন। এদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুমিনদের মা) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। দুইজন তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ করেছেন। এ সকল নারীদের ভাগ্য কতইনা প্রশস্ত যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে সকলেই ছিলেন, বয়স্ক, বিধবা, তালাক প্রাপ্তা এবং দুর্বল। একমাত্র আয়েশা রা. ব্যতীত আর কেউই কুমারী ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সমতা, ইনসাফ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। কখনই তিনি স্ত্রীদের মাঝে কম বেশি করেননি। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول لله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন সব স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন, যার নাম উঠতো তাকে নিয়ে সফরে বের হতেন। আর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালাক্রমে দিন-রাত বণ্টন করতেন।[৬১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ন্যায় ও ইনসাফের আরেকটি নিদর্শন দেখুন। আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন,

---

৬০ বুখারি, হাদিস: ৫১৮৬; মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৮

৬১

كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت عائشة: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নয় জন স্ত্রী ছিলেন, তিনি যখন তাদের মাঝে দিন বণ্টন করতেন তখন এক জনের দিকে ঝুঁকে পরতেন না বরং নয় জনের মাঝেই সমানভাবে দিন বণ্টন করতেন। প্রতি রাতেই সকলে পালাপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাড়িতে একত্র হতেন। রাসূল ﷺ একদিন আয়েশা রা. এর বাড়িতে ছিলেন, তখন যায়নাব রা. সেখানে আসলো আর রাসূল ﷺ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আয়েশা রা. তখন বললেন ইনি তো যায়নাব ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাত গুটিয়ে নিলেন।[৬২]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর আপন রহমত ও দয়া দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদা ঢেকে রেখেছেন। প্রতিটি কাজেই তিনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়েছেন। ঘরে ও পরিবারে এমন অসম্ভব প্রায় বিরল ইনসাফ ও ন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহী ও তাওফিক না থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়ি এত সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণভাবে পরিচালিত হতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন এবং আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করতেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

৬২ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬২

অর্থাৎ আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে অবিচল থাকো, আমি তোমার নিকট কোন রিযিক কামনা করি না, আমিই তোমাকে রিযিক দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতে উঠে তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করতেন। আর আমি তাঁর বিছানায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শুয়ে থাকতাম, যখন তিনি বিতর নামায আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে জাগাতেন"৬২

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন এক্ষেত্রে যেন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে সহযোগিতা করে। এমনকি পানির ছিটা দিয়ে হলেও যেন একে অপরকে জাগ্রত করে। হাদিস শরীফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء

আল্লাহ তা'আলা এমন লোকের প্রতি দয়া করেন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্ত্রীকে জাগ্রত করে অতঃপর সেও নামায আদায় করে। সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার চেহারায় পানির ছিটা দিয়ে তাকে জাগ্রত করে। আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীর প্রতি দয়া করেন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্বামীকে জাগ্রত করে অতঃপর সেও ছালাত আদায় করে। সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার চেহারায় পানির ছিটা দিয়ে তাকে জাগ্রত করে।৬৩

---

৬৩ আবুদাউদ, হাদিস: ১৩০৮ নাসায়ী, হাদিস: ১৬১০

পূর্ণাঙ্গ মুমিন তার ভিতরগত বিষয়ের সাথে সাথে বাহ্যিক দিকটাও পূতপবিত্র রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্তর যেমনিভাবে পরিচ্ছন্ন ও পূতপবিত্র ছিলো তেমনিভাবে তার বাহ্যিক দিকটাও ছিলো পরিচ্ছন্ন ও পূতপবিত্র। তিনি শরীর ও কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, মাথায় তেল দিতেন এবং দাত পরিস্কার রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াকের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তিনি অন্যদেরও মিসওয়াক করতে বলতেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছ,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।৬

হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিস্কার করে নিতেন।[৬৪]

শুরাইহ্ ইবনে হানী রা. বলেন, আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম,

بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন ? তিনি বলেন, মিসওয়াক করতেন।[৬৫]

উপরের হাদিসগুলো থেকেই বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন।

---

৬৪ মুসলিম, হাদিস: ২৫৫

৬৫ মুসলিম, হাদিস: ২৫৩

হাদিস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের সময় এই দো'আ পড়তেন, بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নাম নিয়েই বের হয়েছিলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করি। অতঃপর তিনি সালাম দিতেন।[৬৬]

প্রিয় ভাই! তুমিও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে প্রবেশ করো এবং পরিবারের লোকদের সালাম দাও। এমন লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা ঘরে প্রবেশ করেই বিভিন্ন দোষত্রুটি ধরে এবং তিরস্কার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রসিকতা

মানুষের যখন ব্যস্ততা ও দায়িত্ব বাড়তে থাকে, তখন সে ধীরেধীরে পরিবারকে সময় দেওয়া, সাধারণ মানুষদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাথে রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টার কথা ভুলে যায়। তারা নিজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অন্য দিকে সময় দেওয়ার সুযোগ পায় না বা দেয় না। কখনো কখনো তো এক ব্যস্ততার কারণে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ছুটে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে উম্মতের নবী, রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপ্রধান, তাকে উম্মতের বিষয়, সেনাবাহিনীর বিষয়, ও পরিবারের বিষয় নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্য দিকে কখনো কখনো ওহী নাযিলের বিষয়টা তো আছেই, এছাড়াও আরো অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি বিষয় যথাযথভাবে আনজাম দিয়েছেন। একটার জন্য অন্যটার হক নষ্ট হয়নি। এত দায়িত্ব ও কাজের ভার থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্তরে ছোটদের জন্য আলাদা একটা স্থান ছিল। তিনি তাদের আদর করতেন এবং তাদের সাথে রসিকতাও করতেন, তাদের মনে আনন্দ দিতেন। যার কারণে তিনি ছিলেন ছোটদের নিকট অনেক প্রিয় এবং তিনি ছোটদের মনের একেবারে কাছের মানুষ ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো বড়দের সাথেও রসিকতা করতেন। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

৬৬ আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৯৬

قالوا يا رسول الله: إنك تداعبنا، قال: «نعم. غير أني لا أقول إلا حقًا

সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিও আমদের সাথে রসিকতা করেন!! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি সর্বদা সত্য বলি। (অর্থাৎ আমার রাসিকতা হয়ে থাকে সত্যের মাধ্যমে। মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যার মাধ্যমে আমি কখনো রসিকতা করি না।)[৬৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রসিকতার একটা হলো, প্রিয় কোন সাহাবিকে রসিকতা করে, কখনো কখনো নাম ব্যতীত অন্য নামেও ডাকতেন। যেমন আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا ذا الأذنين

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন, 'হে দুই কান ওয়ালা'।[৬৮]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইমের এক ছেলে, নাম আবু উমায়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে কখনো কখনো রাসিকতা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রসিকতা করে তাকে আদর করার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে দেখেন সে মন খারাপ করে বসে আছে। তখন তাকে বললেন, কি হলো? আবু উমায়েরের মন খারাপ দেখছি যে!! উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে নুগাইর পাখির সাথে খেলা করতো তা মারা গিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে কখনো কখনো রসিকতা করে সম্বোধন করতেন, يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ হে আবু উমায়ের ! তোমার নুগাইরের কি হয়েছে ?[৬৯]

বড়দের সাথে রসিকতার একটা উদাহরণ হলো, আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করে বলেন,

---

৬৭ আহমাদ, হাদিস: ৮৪৮১; তিরমিযি: ১৯৯০

৬৮ আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৬৯

৬৯ বুখারী ও মুসলিম

إن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبه وكان دميمًا، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر: فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين عرفه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من يشتري العبد» فقال: يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدًا، فقال النبي: «لكن عند الله أنت غال

জাহের ইবনে হারাম নামে এক গ্রম্য বেদুঈন ছিলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক ভালোবাসতেন। সে ছিলো কালো। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এলেন, তখন সে মালামাল বিক্রির কাজে ব্যস্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সে রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি। তাই সে বলল, কে ? ছাড়ো আমাকে। অতঃপর পিছনে তাকিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলো, তখন আর তার পিঠ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিনা থেকে সরিয়ে নিতে চাইলো না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতে লাগলেন, কে এই গোলাম ক্রয় করবে ? তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহর শপথ তাহলে আপনি আমার মূল্য অনেক শস্তা পাবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার মূল্য অনেক।[৭০]

সুবহানাল্লাহ! কি সরলতা! কত উঁচু মনের মানুষ, একজন নবী, একজন রাষ্ট্র প্রধান, একজন সেনপতি হয়ে সাধরণ একজন গ্রাম্য লোকের সাথে কি সরল আচরণ! কি সরল রসিকতা! এমন সুন্দর দৃশ্য পৃথিবী দ্বিতীয়টি দেখেছে কি?

---

৭০ আহমাদ, হাদিস: ১২৬৪৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মুখ গোমরা করে থাকতেন না। তিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما رأيت رسول الله مستجمعًا قط ضاحكًا حتى ترى منه لهواته، وإنما كان يَتَبَسَّمُ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো অট্টহাসি দিতে দেখিনি যার ফলে মুখের ভিতরের তালু প্রকাশ পায়, বরং তিনি মুচকি হাসতেন।[৭১]

এমন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর আচরণ হওয়া স্বত্ত্বেও তার সামনে কেউ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করলে তাঁর চেহারা মলিন হয়ে যেতো।

আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সফর থেকে ফিরলেন, আমি তখন ছবি যুক্ত কাপড় দিয়ে পর্দা টানিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে, টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং তারা চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি বললেন,

يا عائشة: أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله

হে আয়েশা! যারা আল্লাহর সৃষ্টির ছবি আঁকবে (প্রাণীর ছবি আঁকবে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।[৭২]

এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, ঘরে প্রাণীর ছাবি টানানো হারাম। দেওয়ালে প্রাণীর ছাটি টানিয়ে রাখা, বা কারুকাজ করে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা, টেবিল বা আলমারির উপরে কোন ছবি বা মূর্তি রাখা কঠিন হারাম। যতক্ষণ ঘরে এই ছবি টানানো থাকবে তার গুনাহ হতে থাকবে, এবং সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

---

৭১ বুখারী, হাদিস: ৬০৯২; মুসলিম, হাদিস: ৮৯৯

৭২ বুখারী, হাদিস: ৫৯৫৪; মুসলিম: ২১০৭

রাসূল ﷺ এর ঘুম

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ".

তোমাদের কেউ যখন তার বিছানার দিকে আশ্রয় নেয়, তখন সে যেন তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয় এবং বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, শয্যা ত্যাগ করার পর তার বিছানায় কি আছে। এরপর যখন সে শয়ন করবে তখন যেন ডান কাতে শয়ন করে। এরপর সে যেন বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র। আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্ব (পাঁজর) রাখলাম, আপনার নামেই তা উঠাব। আপনি যদি আমার প্রাণ বায়ূ নিভিয়ে দেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি আপনি তাকে উঠবার অবকাশ দেন তাহলে তাকে হিফাযত করেন, যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।[৭৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম নারী-পুরুষ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

যখন তুমি বিছানায় ঘুমানোর জন্য আসবে তখন নামাজের ওজুর মত ওজু করে নাও। তার পর ডান কাতে শয়ন কর।[৭৪]

---

৭৩ মুসলিম

৭৪ বুখারী, হাদিস: ২৪৭ মুসলিম, হাদিস: ২৭১০

হাদিস শরীফে এসেছে, আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি তার উভয় হাতের তালুতে সূরা ইখলাস এবং মুআওব্বিযাতায়ন অর্থ্যাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দু'হাত শরীরের যতদূর পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত মাসাহ করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হন তখন তিনি আমাকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন। (অন্য এক রেওয়াতে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি তিনবার করে করতেন।)[৭৫]

এক হাদিসে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুমানোর জন্য বিছানার দিকে যেতেন তখন তিনি বলতেন,

.الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েয়েছেন, এবং আমাদের আশ্রয় দান করেছেন, অথচ এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী নেই এবং যাদের আশ্রয় দানকারী কেউ নেই।8

আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه

৭৫ বুখারী

সফরের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রিতে অবতরণ করে শয়ন করতেন, ডান পার্শ্ব হয়ে শয়ন করতেন। আর ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে শয়ন করলে হাত খাড়া করে তার উপর মাথা রেখে শয়ন করতেন।[৭৬]

প্রিয় ভাই ! আপনি সৃষ্টির সেরা মানব, দুজাহানের সরদার. সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন এর বিছানা নিয়ে একবার চিন্তা করুন। কতটা সাদামাটা ও সাধারণ ছিলো তাঁর শোয়ার বিছানা। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إنما كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই বিছানার উপর ঘুমাতেন, সেটি ছিলো চামড়ার এবং তার ভিতরে ছিলো খেজুর গাছের আঁশ।[৭৭]

একবার সাহাবায়ে কেরাম রা.দের একটি দল ও ওমর রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূল ﷺ তখন ঘুরে বসলেন। ওমর রা. তখন তাঁর পার্শ্বদেশ ও মাদুর বা চাটাইয়ের মাঝে কোন কাপড় দেখতে পেলেন না। যার ফলে তাঁর পার্শ্ব দেশে মাদুরের দাগ বসে গেছে, তা দেখে ওমার রা. কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে ওমর ! কাঁদছো কেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জানি আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট রোম ও পারস্যের রাজার চেয়ে অনেক সম্মানিত। তারা এই দুনিয়াতে কত সুখ ও আনন্দ ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। আর আপনার এ কি অবস্থায় দেখছি আমি! একথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة۞

"হে ওমর! তাদের জন্য দুনিয়া হোক আর আমাদের জন্য আখেরাত হোক এটা কি তুমি চাও না? ওমার রা. বললেন, হাঁ অবশ্যই চাই। তিনি বলেন: তবে এমনই হবে।[৭৮]

---

৭৬ মুসলিম, হাদিস: ৬৮৩

৭৭ মুসলিম, হাদিস: ২০৮২

৭৮ আহমাদ, হাদিস:

কিয়ামুল লাইল

মদিনায় রাত নেমে এসেছে। রাত্র তার কালো চাদর দিয়ে মদিনা শহরকে ঢেকে দিয়েছে। সকল মানুষ যার যার ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় আশ্রয় নেননি, তিনি ঘুমাননি, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নামায আদায় করছেন, আল্লাহর জিকির করছেন, তাঁর নিকট কাকুতি মিনতি করে দো'আ করছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে এই আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।[৭৯]

হাদিস শরীফে এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ " أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " .

রাসূলুল্লাহ ﷺ (দীর্ঘক্ষণ ধরে) নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি তাঁর পা দু'টো ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাহলে আপনি নিজেকে কেন এত কষ্টপ্রদান করছেন ?)। তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?[৮০]

---

৭৯ সূরা মুযাম্মিল, আয়াত: ১-৪

৮০ বুখারি, হাদিস: ১১৩০; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৪১৯

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে নামায আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুয়াযযিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় ওজু করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।[৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর রাতের নামায ছিলো অনেক আশ্চর্যজনক।

হাদিস শরীফে এসেছে, হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . قَالَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" .

৮১ বুখারী

এক রাতে আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। তিনি সুরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে করলাম সম্ভবত একশত আয়াতের মাথায় রুকু করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন এবং তাও পড়ে আল ইমরান শুরু করে তাও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করে যাচ্ছিলেন। যখন তাসবীহ যুক্ত কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বলতে থাকেন। তার রুকু ছিল প্রায় তার দাঁড়ানোর সমান (দীর্ঘ)। এরপর বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শোনেন)। তারপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুতে যতক্ষণ ছিলেন তার কাছাকাছি। তারপর সিজদা করলেন এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বললেন। তাঁর সিজদার পরিমাণ ছিলো তার দাঁড়ানোর কাছাকাছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (রহঃ) এর হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তা শোনেন। আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য সকল প্রশংসা)[৮২]

[৮২] মুসলিম, হাদিস: ৭৭২; আহমদ, হাদিস: ২৩৩৬৭

ফজরের পর

মদিনার রাত্র যখন তার কালো চাদর উঠিয়ে ফেলতো, ফজর আলোকিত হতো। মসজিদে গিয়ে জামাতের নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যদয় পর্যন্ত মসজিদেই বসে বসে আল্লাহর জিকির করতেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنًا

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করে জায়নামাযেই বসে থাকতেন, ভালোভাবে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।[৮৩]

ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসে আল্লাহর জিকির করা, অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায়ের মধ্যে অনেক ফজিলত রয়েছে। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এই মহান সুন্নত আদায় করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে তারা এই প্রতিদান আর্জন করতে পারে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

من صلى الفجر في جماعة،ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة، تامة، تامة

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজর নামায আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করে অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করে। তার একটি পূর্ণ হজ ও উমরার সাওয়াব হয়। পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।[৮৪]

---

৮৩ মুসলিম, হাদিস: ৬৭০

৮৪ তিরমিযী, হাদিস: ৫৮৬

সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামায

দ্বিপ্রহর হবে হবে ভাব, সূর্যের উত্তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। তাপে মুখ পুড়ে যাবার উপক্রম। এটাই হলো সালাতুদ দুহা বা চাশতের সময়। এই সময়টা কাজের সময়, প্রয়োজন পূরণের সময়। কাঁধে রিসালাতের ভারি বুঝা, বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ, সাহাবাদের তালিম দেওয়া, এবং পরিবারের দায়িত্ব আদায় করা এসব কিছুর মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার ইবদত-বন্দেগীতে মাশগুল থাকতেন পূর্ণভাবে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সালাতুদ দুহা তথা চাশতের নামায আদায় করতেন। মুআজাহ রা. বলেন,

قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: «نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل

আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায আদায় করতেন ? তিনি বলেন,হ্যাঁ চার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিও আদায় করতেন।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুদ দুহা তথা চাশতের নামায আদয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সাহাবাদেরও তা পড়ার ওসিয়ত করেছেন। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد

আমার বন্ধু আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশতের সময় দুই রাকাত নামায আদায় করা এবং ঘুমের পূর্বেই বিতর নামায আদায়ের অসিয়ত করেছেন।[৮৬]

---

৮৫ মুসলিম, হাদিস: ৭১৯

৮৬ বুখারী, হাদিস: ১৯৮১; মুসলিম, হাদিস: ৭২১

ঘরে নফল নামায আদায় করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর ছিল ঈমান দ্বারা নির্মিত এবং তা ছিলো, ইবাদত বন্দেগী ও জিকির আজকারের মাধ্যমে পূর্ণ। ইবাদত ও আল্লাহর জিকিরহীন ঘর হলো মৃত কবরের মত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন আমাদের ঘরে নামায আদায় করি এবং তাকে কবরে পরিণত না করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا

তোমরা তোমাদের ঘরে নামায (নফল নামায) আদায় করো এবং তাকে তোমরা কবরে পরিণত করো না।[৮৭]

ইবনে কাইয়্যুম রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কারণ ছাড়া সকল সুন্নত ও নফল নামায বাড়িতে আদায় করতেন। বিশেষ করে মাগরিবের সুন্নত। মাগরিবের সুন্নত তিনি কখনো মসজিদের পড়েছেন এমন কোন বর্ণনা নেই। ঘরে নফল নামায পড়ার অনেক ফায়দা রয়েছে,

* সুন্নতের অনুসরণ।
* এর মাধ্যমে ঘরের মহিলা ও শিশুদের নামাযের কাইফিয়াত শিক্ষা দেওয়া হয়।
* জিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঘর থেকে শয়তান দূর হয়।
* লৌকিকতা ও অহংকার মুক্ত থাকা যায়।

---

৮৭ বুখারী, হাদিসঃ ৪৩২

নবীজি ﷺ এর কান্না

অনেক মানুষই তো কান্না করে। বেশির ভাগ মানুষের কান্না হয় লৌকিকতা করে, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। যার জন্য কাঁদছে তাকে দেখানোর জন্য। তারা আসলে জানে না যে, কেন কান্না করতে হয়, কান্নার মূল উদ্দেশ্য কী ?

সারা দুনিয়াটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের সামনেই ছিলো, তিনি হাত বাড়ালেই তা ধরতে পারতেন, সেই প্রস্তাব ও অধিকার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কাঁদতেন। আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে কাঁদতেন, নামাযের মধ্যে কাঁদতেন, কোরআন তেলাওয়াতের সময় কাঁদতেন, তেলাওয়াত শোনার সময় কাঁদতেন। তাঁর কান্না ছিলো সকল ধরণের লৌকিকতা মুক্ত ইবাদত, মহান প্রভুর বড়ত্বের সামনে নিজের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার প্রকাশ।

হাদিস শরীফে এসেছে, মুতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাখীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন,

أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء

আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলাম। তিনি তখন নামায আদায় করছিলেন। নামাযে অধিক কান্নার কারণে তার ভিতর থেকে পাতিলে উত্তপ্ত গরম পানির মত গড়গড় শব্দ বের হচ্ছিলো।[৮৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

৮৮ আবু দাউদ, হাদিস: ৯০৪

قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى بلغت (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قال: «فرأيت عيني رسول الله تهملان

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমি আপনাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাবো! অথচ আপনার উপর কোরআন নাযিল হয়েছে!! তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালোবাসি। তখন আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করলাম। আমি যখন وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন লক্ষ করলাম রাসূল ﷺ এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।[৮৯]

হে ভাই! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাথার উপরি ভাগের সাদা চুল এবং তাঁর প্রায় আঠারটি পাকা দাড়ি নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখো যে, এগুলো সাদা হওয়ার কারণ কী ? তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জবানিতেই শোনো এই চুলগুলো সাদা হওয়ার কারণ কী ছিলো। আবু বকর রা. বললেন,

يا رسول الله قد شبت! قال - صلى الله عليه وسلم -: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت.

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! তিনি বলেন, সূরা হুদ, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা ইজাশ্‌শামছু কুব্বিরাতের ভয়াবহতাই আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।[৯০]

---

৮৯ বুখারী, হাদিস: ৫০৫৬

৯০ তিরমিযী, হাদিস: ৩২৯৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিনয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন, সকল মানুষের চেয়ে সর্বোত্তম গুণের এবং উর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তার চরিত্রে ছিলো না সামান্য খুঁত। এক কথায় তার চরিত্র ছিলো আল-কোরআন। যেমনিভাবে আয়েশা রা. বলেন,

كان خلقه القرآن

তার চরিত্র হলো আল-কোরআন।[৯১]

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।[৯২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিনয়ের একটি দিক হলো, তিনি নিজের প্রশংসা ও নিজের গুণগান শুনতে পছন্দ করতেন না।

ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله

তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে নাসারারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। নিশ্চয়ই আমি একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে বলবে, আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।[৯৩]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: «يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل

---

৯১ আহমদ, হাদিস: ২৫৮১৩

৯২ আহমাদ, হাদিস: ৮৯৫২

৯৩ বুখারি, হাদিস: ৩৪৪৫; আহমদ: ১৫৪

মানুষ বলতো "হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের সকলের চেয়ে উত্তম লোক! আমাদের সবার চেয়ে উত্তম লোকের ছেলে! আমাদের সরদার, আমাদের সরদারের ছেলে! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ, আল্লাহর একজন বান্দা এবং তাঁর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তারচেয়ে তোমরা আমাকে উপরে স্থান দাও এটা আমি চাই না।[৯৪]

কোন কোন মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে এবং তাঁর ব্যাপারে অলীক ধারণা করে থাকে। যেমন মানুষ মনে করে তিনি গায়েব জানেন, উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তার হাতে রয়েছে, তিনি ক্ষতিগ্রস্তের উপকার করতে পারেন এবং অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এসকল ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে বলেন,

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ

বলুন! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের উপকার-অপকারের উপর অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি অধিকাংশ কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না।[৯৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন জমিনের উপর আসমানের নিচে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি নৈকট্যশীল বান্দা। কিন্তু তার মধ্যে নেই কোন অহঙ্কার এবং তিনি অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ পছন্দও করেন না। তিনি নিরহঙ্কার বিনয়ী। তিনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী ও কোমল। আল্লাহ তা'আলার সামনে চির নত ও বিনয়ী বান্দা।
আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك

৯৪ মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ১৩৫৯৬

৯৫ আল- আরাফ, আয়াত: ১৮৮

সাহাবায়ে কেরামদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলো না। তিনি বলেন, তাঁরা যখন তাঁকে দেখতো বসা থেকে দাঁড়াতো না, কারণ তারা জানতো তিনি এটা অপছন্দ করেন।[৯৬]

প্রিয় ভাই! এবার তুমি এই উম্মতের নবীর বিনয়, কোমলতা ও উত্তম চরিত্রের এক মহান নিদর্শন দেখো। আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: إن لي إليك حاجة، فقال: «اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك

এক মহিলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আপনার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন আছে। তখন তিনি বললেন, তুমি মদিনার যে রাস্তায় বসতে চাও আমি সেখানে বসে তোমার কথা শুনবো।[৯৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী ও কোমল চরিত্রের অধিকারী। আবু হুরায়রা রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন,

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

যদি ছাগলের পায়ের একটি নলি অথবা একটি খুর খাওয়ার জন্যও আমন্ত্রিত হই, তা আমি সাদরে গ্রহণ করবো, আর ছাগলের পায়ের একটি নলি অথবা একটি খুরও যদি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় আমি তা সাদরে গ্রহণ করবো।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল অহংকারী ও দাম্ভিকদের সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী কারীম সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৯৯]

প্রিয় ভাই! একবার চিন্তা করে দেখো, অন্তরে যদি অণু পরিমাণ অহংকার থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আহ! অহংকারের পরিণতি কি ভয়াবহ! অণু পরিমাণ অহংকারের কারণেও

---

৯৬ তিরমিয, হাদিস: ২৭৫৪

৯৭ আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮১৮

৯৮ বুখারী, হাদিস: ২৫৬৮

৯৯ মুসলিম, হাদিস: ৯১

জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। তাহলে আমরা যারা সামান্য অর্থ সম্পদ বা পদ পদাবির অহংকারে মাথা উঁচু করে বুক টান করে জমিনের উপর হাঁটি, যেন আমাদের পা মাটিতে পড়তে চায় না। তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে?

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

এক ব্যক্তি আত্ম-অহমিকা নিয়ে দামী-জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরে মাথা আঁচড়িয়ে ফ্যাশন করে হেলেধুলে হাঁটছিলো, তখন আল্লাহ তাকে জমিনের ভিতর ডাবিয়ে দিলেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের মধ্যে ডুবতেই থাকবে।[১০০]

১০০ বুখারী, হাদিস: ৫৭৮৯: মুসলিম, হাদিস: ৬২২

রাসূলু ﷺ এর খাদেম

বর্তমান সময়ে কাজের লোক, শ্রমিক ও মজুরদের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মনে করা হয়। সমাজে তাদের কোন অবস্থান নেই, তাদের কোন মূল্য নেই, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থই মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিক, মজুর ও কাজের লোকদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট শ্রমিকদের মর্যাদা কিন্তু তার শারীরিক দুর্বলতা বা সক্ষমতার উপর নির্ভর করে হয় না বারং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের মর্যাদা হবে দ্বীনদারি ও তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। শ্রমিক, মজুর ও কাজেল লোকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করেছেন। সুতরাং তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে। তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই পরিধান করাবে। সক্ষমতার বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিবে না। আর যদি তাদেরকে অতিরিক্ত কোন কাজ দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করো।[১০১]

প্রিয় ভই! একবার চিন্তা করে দেখো, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাদেম ছিলেন। যারা তাঁর কাজ করেছেন। তারা কখনই তার বদনাম করেননি। সারা জীবনে একবারও তাঁর ব্যাপারে কথা বলেননি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান চরিত্র দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছেন, সর্বদাই তারা তাঁর প্রশংসাই করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমত করতে পেরে গর্বিত হয়েছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে এমনটি কি ভাবা যায়? আমাদের খাদেম বা কাজের লোকদের ব্যাপারে কি আমরা এতটুকু আস্থাশীল যে, তারা আমার অগোচরে আমার শুধু প্রশংসাই করবে? কখনই আমার বদনাম করবে না?

---

১০১ বুখারি, হাদিস: ৬০৫০; মুসলিম, হাদিস: ১৬৬১

সুবহানাল্লাহ! কি উত্তম চরিত্র দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি তাদের। দেখুন আনাস রা. গর্ব করে বলছেন,

خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমত করেছি।

আরেকটি হাদিসের প্রতি লক্ষ করুন, দেখুন কি অনাবিল ভালোবাসাপূর্ণ চরিত্র দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি তাদের। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন,

خدمت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشر سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته [لم صنعته؟] ولا لشيء تركته لم تركته؟

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দশ বছর খেদমত করেছি। তিনি কখনই আমাকে ধমকের স্বরে উফ শব্দটি বলেননি। আমি কোন কাজ করলে তিনি কখনো বলেননি এটা কেন করলে? আর কোন কাজ না করলে কখনই বলেননি, এটা কেন করলে না?[১০২]

এক দিন দুই দিন না, এক মাস দুই মাস না দীর্ঘ দশ বছরে একবারও তিনি তাঁর খাদেমকে ধমক দেননি। কী আশ্চর্যজনক চরিত্র! কি মধুর ব্যবহার!! এমন মহামানবের খেদমত করে গর্ব করে বলবেই তো, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমত করেছি"।

দীর্ঘ দশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানুষের মনের ও অবস্থার কত পরিবর্তন আসে। তার জীবনে আনন্দ-খুশি, দুঃখ-বেদনা, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কত পরিবর্তনই না আসে, কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই তার খাদেমকে একটা গালি বা ধমক পর্যন্ত দেননি। কখনো বলেননি এটা করলে কেন ? বা এটা কেন করলে না? এমন মানুষের ক্ষেত্রেই তো বলা যায়, 'আপনার জন্য আমার মাতা পিতা কুরবান হোক'।

আনাস রা. বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনার খাদেমের (আনাসের) জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করুন। তিনি বললেন,

---

১০২ মুসলিম, হাদিস: ২৩০৯

اللَّهُمَّ أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته

হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিন এবং তাকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে বরকত দান করুন।[১০৩]

অন্যায়ভাবে কাউকে কখনো প্রহার না করা, কারো সম্মানে আঘাত না দেওয়া তো প্রকৃত বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয়। হ্যাঁ আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে অন্যায় ভাবে প্রহার করেননি এবং কারো সম্মান নষ্ট করেননি। তিনি তাঁর অধিনস্তদের সাথে কখনো কঠোর আচরণ করেননি এবং কাউকে কখনো প্রহারও করেননি।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادمًا ولا امرأة

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে কখনই কাউকে প্রহার করেননি। তিনি কখনো তাঁর কোন খাদেমকে প্রহার করেননি এবং কোন স্ত্রীর গায়েও কখনো হাত তুলেননি।[১০৪]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম চরিত্র ও মহান আখলাক সম্পর্কে তো মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। তাই তো আমরা দেখি, আবু সুফিয়ান কাফের থাকা অবস্থায়ও রোম সম্রাটের সামনে তার চরিত্র সম্পর্কে একটা মাত্র ত্রুটিপূর্ণ কথাও বলতে পারেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আয়েশা রা. বলেন,

ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منتصرًا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى

---

১০৩ বুখারী, হাদিস: ৬৩৪

১০৪ মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮

شيء، كان من أشدهم في ذلك غضبًا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثمًا

রাসূল ﷺ সা, কে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘনের ক্ষেত্র ব্যতীত নিজের প্রতি কোন জুলুম-অবিচারের প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। কেউ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করলে, সে ক্ষেত্রে তিনি হতেন সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত। আর তাকে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হলে গোনাহের কাজ না হলে তিনি সহজটাই বেছে নিতেন।[১০৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে কোমল আচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كل

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোমল, আর তিনি প্রতিটি বিষয়েই কোমলতা পছন্দ করেন।[১০৬]

---

১০৫ আহমদ, হাদিস: ২৪৯৮৫

১০৬ বুখারী, হাদিস: ৬৯২৭; মুসলিম, হাদিস: ২৫৯৩

হাদিয়া বিনিময় ও মেহমানদারি

হাদিয়া আদান-প্রদান এবং মেহমানদারি অনেক বড় ও মহৎ গুণ, যা আত্মীয়তার বন্ধনকে মজবুত করে। বন্ধুত্বকে করে সুদৃঢ় এবং সামাজিক সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে।

হাদিয়া বিনিময় ও মেহমানদারি ছিল আমাদের নবীজীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নবীজীর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর যখন তিনি হয়রান ও পেরেশান হয়ে খাদিজা রা.-এর কাছে আসলেন তখন খাদিজা রা. তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। এরপর নবীজীর যে উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিলো وَتَقْرِي الضَّيْفَ 'আপনি তো মেহমানের সমাদর করেন'।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل الهدية ويثيب عليها

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।[১০৭]

হাদিয়া দেয়া-নেয়া এবং এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো উদারতা, বদান্যতা এবং স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ।

হাদিয়া বিনিময় ও মেহমানদারি আম্বিয়া আ: দের চরিত্র এবং তাদের মহান আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। আর এক্ষেত্রে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অগ্রগণ্য।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه؟

---

১০৭ বুখারী, হাদিস: ২৫৮৫

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। মেহমানের পারিতোষিক (বিশেষ মেহমানদারি) এক দিন ও এক রাত। (স্বাভাবিক) মেহমানদারি তিন দিন। এর অতিরিক্ত মেহমানদারি সদকাস্বরূপ। মেহমানের জন্য বৈধ নয় যে সে মেহমান হতে হতে মেজবানকে বিরক্ত করে ফেলবে।[১০৮]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ

যে মেহমানদারি করে না তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।[১০৯]

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে অতীত বা বার্তমান কালে কোন দেশ, ভূমি বা জাতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত এমন অনুপম আদর্শ ও মহান চরিত্রের অধিকারী কাউকে দেখেনি। প্রিয় পাঠক! তুমি নিম্নে বর্ণিত হাদিসটি পড়ো ও কল্পনার জগতে সেই দৃশ্যটি দেখার চেষ্টা করো এবং তোমার চক্ষুদ্বয় শীতল করো।

আবু হাজেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ ـ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا ـ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا، فَقَالَ " نَعَمْ ". فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً. فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

---

১০৮ বুখারী, হাদিস: ৬১৩৫; মুসলিম, হাদিস : ৪৮

১০৯ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৪১৯

এক মহিলা একটি বুরদা আনলেন। সাহল (রাঃ) বললেন, তোমরা জানো বুরদা কি? তাকে বলা হয়, হ্যাঁ। তা হলো এমন চাঁদর, যার পাড় বুনানো। মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আমি এটি নিজ হাতে বুনে নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর এর প্রয়োজন ছিলো। তারপর তিনি তা লুঙ্গির মত পরিধান করে আমাদের সামনে এলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা আমাকে পরিধান করতে দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষন মজলিসে বসে থেকে পরে ফিরে গেলেন। তারপর চাঁদরটি ভাঁজ করে সেই লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সে ব্যক্তিকে বললো, তুমি ভালো কাজ করোনি, তুমি তাঁর কাছে চাঁদরটি চেয়ে ফেললে, অথচ তুমি জানো যে, তিনি কোন সাওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেন না। সে লোকটি বললো, মহান আল্লাহ্ তা'আলার কসম, আমি চাদরটি এ জন্যই সাওয়াল করেছি যে, তা যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন হয়। রাবী সাহল (রাঃ) বলেন, সেটি তার কাফন হয়েছিলো।[১১০]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাকে নির্বাচন করেছেন তাঁর রাসূল ও প্রতিনিধি হিসেবে এবং যাকে বানিয়েছেন মানুষের পথপ্রদর্শক ও তাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর উত্তম চরিত্র দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং তাঁর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তার অনুসরণ করো তাহলে তুমি ধন্য দুনিয়া ও আখেরাতে। দানশীলতা ও বদান্যতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। হাকীম বিন হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

" سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ". قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ

[১১০] বুখারী, হাদিস: ১২৭৭

بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে হাকীম! এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে, নফসের চাহিদার জন্য তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।' হাকীম (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কাছে কিছু চাইব না। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহ্বান করেন, কিন্তু হাকীম (রাঃ) তাঁর নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর 'উমর (রাঃ) -ও হাকীম (রাঃ) -কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তখন 'উমর (রাঃ) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ প্রদত্ত গনীমতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন; হাকীম (রাঃ) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি।[১১১]

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

---

১১১ বুখারী, হাদিস: ২৭৫০; মুসলিম, হাদিস: ১০৫২

ما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قط فقال، لا.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না করতেন না।[১১২]

প্রিয় পাঠক! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত দানশীলতা, বদান্যতা ও উত্তম চরিত্রের কোন নজির খুঁজে পাবে না। তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দানশীল এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ঠোঁটে সর্বদা মিষ্টি হাসি লেগেই থাকতো। তিনি যার সাথে কথা বলতেন সেই মনে করতো যে, পৃথিবীতে রাসূল ﷺ তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

ما حجبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم

আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই আমার থেকে আড়াল হয়েছেন এবং আমাকে দেখেছেন তখনই তিনি মুচকি হাসি দিয়েছেন।[১১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

مارأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়ে অধিক মুচকি হাসি আর কারো মধ্যে দেখিনি।[১১৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وتبسمك في وجه أخيك صدقة

"হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাটাও সাদকাহ "।[১১৫]

রাসূল ﷺ এর খাদেম আনাস রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুণ বর্ণনা করে বলেন,

أشد الناس لطفًا فما سأله سائل قط إلا أصغى إليه فلا ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون السائل هو الذي ينصرف وما تناول

---

১১২ বুখারী, হাদিস: ৬০৩৪

১১৩ বুখারী, হাদিস: ৩০৩৫

১১৪ তিরমিযী, হাদিস: ৩৬৪১

১১৫ তিরমিযী, হাদিস: ১৯৫৬

أحد يده قط إلا ناوله إياها فلا ينزع - صلى الله عليه وسلم - يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منها

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনয়ী । তাঁকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে, তিনি তার দিকে মনযোগী হতেন। প্রশ্নকারী প্রস্থান করার পূর্বে তিনি প্রস্থান করতেন না। এবং কেউ তাঁর হাত ধরলে, সে লোক নিজ হাত টেনে সরিয়ে নেয়ার পূর্বে তিনি নিজ হাত সরিয়ে নিতেন না।[১১৬]

প্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বিনয়, অতিথি পরায়ণতা এবং উম্মতের প্রতি তাঁর এমন দরদ ও ভালোবাসার কারণেই তিনি তাদের মধ্যে কখনো শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ সহ্য করতেন না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত এই হাদিস এর প্রমাণ। তিনি বলেন,

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক লোকের হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ কি ইচ্ছা করে নিজ হতে আগুনের জ্বলন্ত আঙ্গার রাখবে ?[১১৭]

---

১১৬ আবু নাঈম ফিদ দালায়েল

১১৭ মুসলিম, হাদিস: ২০৯০

শিশুদের প্রতি দয়া

যাদের হৃদয় কঠোর এবং যাদেও হৃদয়ে নেই কোন ভালোবাসা বা অবেগ-অনুভূতি তারা শক্ত পাথরের মত, তাদের হৃদয়ে দয়া ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে তারা রুক্ষ, অবেগ অনুভূতি ও ভালোবাসা বিনিময়ে তারা কৃপণ। অন্য দিকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাকে দয়া করে একটি সুন্দর হৃদয় দান করেছেন, এবং দয়া ভালোবাসা দিয়ে তাকে পূর্ণ করেছেন কেবল সে-ই নরম ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে। তাদের অন্তর আবেগ অনুভূতি ও দয়া-ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হৃদয় ছিলো কোমল এবং দয়া ও ভালোবাসায় ছিলো পূর্ণ।

আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলে ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়েছেন এবং তার [আরবের রীতি অনুযায়ী] ঘ্রাণ নিয়েছেন।১

বর্তমানে আমাদের মত নবী কারীম শুধুমাত্র নিজ পরিবারের শিশুদের প্রতি নরমদিল ও কোমল ছিলেন না। বরং তাঁর ভালোবাসা ছিলো সকল মুসলিম শিশুদের প্রতি সমান। তিনি শিশুদের মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে তাদের কোলে তুলে নিতেন। মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন এবং আদর করতেন। তাদের সাথে কখনো কঠোর আচরণ করতেন না।

জাফর রা. এর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بني جعفر فرأيته شمهم، وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: «نعم، قتل اليوم» فقمنا نبكي ورجع فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد جاء ما يشغلهم

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে আসলেন এবং জাফরের সন্তানদের ডাকলেন। আমি দেখলাম তিনি তাদেরকে চুমু দিয়ে ঘ্রাণ নিলেন, আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর সম্পর্কে আপনার নিকট কি কোন সংবাদ এসেছে ? তিনি বললেন: হাঁ, সে আজ নিহত হয়েছে। তখন আমরাও কাঁদতে লাগলাম। আর তিনি চলে গিয়ে মানুষদের বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো কেননা তারা শোকাহত।[১১৮]

তাদের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুচোখ থেকে যাখন অশ্রু ঝরছিল তখন সা'দ ইবনে উবাদা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! এ কি!! আপনিও কাঁদছেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন,

هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء

এটাই দয়া, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়াশীল বান্দাদের দয়া করেন।[১১৯]

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. যখন দেখলেন, ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুচোখ থেকে অশ্রু পড়ছে তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিও কাঁদছেন? তখন তিনি বললেন,

يا ابن عوف، إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى» وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.

ইবনে আউফ! এটা দয়া। অতঃপর তিনি আবার কাঁদলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই চোখ অশ্রু প্রবাহিত করে, অন্তর ব্যথিত হয় কিন্তু আমরা আমদের রবের অসন্তুষ্টি মূলক কিছু বলি না। (অতঃপর বললেন) ইবরাহীম ! তোমার বিচ্ছেদে আমারা ব্যথিত।[১২০]

আমরা যারা তাঁর উম্মত হওয়ার দাবি করি আমাদের উপর কর্তব্য ও আবশ্যক হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি সুন্নাহ সম্পর্কে জানা এবং সে

---

১১৮ ইবনে সাআদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

১১৯ বুখারী, হাদিস: ১২৮৪

১২০ বুখারী, হাদিস: ১৩০৩

অনুযায়ী আমল করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান আদর্শে আদর্শবান হওয়ার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু আফসোস আমরা বর্তমানে অন্যান্য সুন্নতের মত এই সুন্নতটি তথা ছোটদের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসার সুন্নত থেকে অনেক দূরে। ছোটদের প্রতি কোমলতা ও সুন্দর আচরণের পরিবর্তে আমরা তাদের সাথে কঠোরতা ও কর্কশ ব্যবহার করে থাকি, কথায় কথায় তাদের ধমক দেই। কিন্তু একবারও ভাবি না যে, আজকে যারা ছোট তারাই তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, জাতির কর্ণধার তাদের হাত ধরেই আসবে ইসলামের নতুন প্রভাত।

শিশুদের প্রতি কঠোর আচরণ একদিকে যেমন আমাদের মূর্খতা, স্বল্প বুদ্ধি ও বিবেক হীনতার পরিচয় অন্য দিকে এর মাধ্যমে শিশুদের কোমল হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয় এবং তাদের হৃদয়ের প্রশস্ততার সামনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ করা স্পষ্ট সুন্নতেরও খেলাপ। কারণ আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের ভালোবাসতেন তাদের আদর করতেন এবং তাদের সাথে কখনো কখনো হাসি ঠাট্টাও করতেন।

আনাস রা. যখন শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন তিনি তাদের সালাম দিতেন এবং বলতেন, كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله

নবী কারীম এমনটি করতেন।[১২১]

স্বভাবগত ভাবেই শিশুরা হয়ে থাকে চঞ্চল প্রকৃতির। হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি এটা তাদের স্বভাবেরই অংশ। যা অনেক ক্ষেত্রেই বড়দের জন্য বিরক্তিকর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের এই স্বাভাবিক চঞ্চলতায় বিরক্ত হতেন না। তাদের ধমক দিতেন না। বরং তিনি তাদেরকে আদর করে কাছে ডেকে নিতেন এবং আদর করে দিতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله

---

১২১ বুখারী, হাদিস: ৬২৪৭

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য দো'আ করে দিতেন। একবার তাঁর কাছে এক বাচ্চা ছেলে আনা হলে, সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর তিনি তা পেশাবের স্থানে ঢেলে দিলেন, (শিশু ছেলেটাকে রেখে) তাড়াহুড়া করে প্রথমে নিজের কাপড় দৌত করতে লেগে যান নি।[১২২]

প্রিয় পাঠক! তুমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘরে প্রবেশ করলে, সেখানে কিছু সময় অবস্থান করলে এবং দেখলে যে, শিশুদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ কেমন ছিলো! এর পরও কি তুমি ছোটদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে না, তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করবে না? তাদের সুন্দর সুন্দর বিরক্তিকর প্রশ্নের ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে কোমলভাবে উত্তর দিবে না! অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের সাথে হাসি ঠাট্টা করতেন তাদের সাথে মজা করে তাদের আদর করতেন।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه، فيهش له

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলীর জন্য তাঁর জিহ্বা বের করতেন, ছোট ছেলে জিহ্বার লালিমা দেখে প্রফুল্ল হয়ে যেত। [১২৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلاعب زينب بنت أم سلمة، وهو يقول: يا زوينب، يا زوينب، مرارًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতে উম্মে সালমাকে নিয়ে খেলা করতেন আর বারবার তাকে বলতেন, হে যুয়াইনাব ! হে যুয়াইনাব![১২৪]

---

১২২ বুখারী, হাদিস: ৬৩৫৫

১২৩ সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদিস নং ৭০

১২৪ [আহাদীসুস সহীহাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে ৫০২৫]

বাচ্চাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর ও স্নেহ এতটাই গভীর ছিলো যে, তিনি কখনো কখনো মাহান রবের ইবাদত করার সময় তাদেরকে কাছে রাখতেন। যেমন মেয়ে যায়নাবের কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। সিজদা করার সময় তাকে পাশে রেখে সিজদা করতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

মাহমুদ ইবনুর রবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عقلت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهي من دلو، من بئر كانت في دارنا، وأنا ابن خمس سنين

আমার মনে পড়ে, আমাদের বাড়িতে একটি কুয়া ছিলো, তার বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারার উপর ছিটিয়ে দিয়ে ছিলেন। তখন আমার বয়স ছিলো পাঁচ বছর।[১২৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র বড়দেরই শিক্ষা দিতেন না বরং তিনি যেমন বড়দের শিক্ষা দিতেন তেমন ছোটদেরও শিক্ষা দিতেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন,

يا غلام، إني أعلمك كلمات:احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله

বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো (আল্লাহর সকল বিধানগুলো মেনে চলো) , তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো তাহলে তুমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমার পাশে পাবে। তুমি কিছু চাইলে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও। সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাও।[১২৬]

---

১২৫ বুখারী, হাদিস: ৭৭
১২৬ তিরমিযী, হাদিস: ২৫১৬

প্রিয় ভাই ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাত ও তাঁর মহান আদর্শ আমরা জানবো এবং সে অনুযায়ী আমল করে আমাদের জীবনকে সাজাবো। আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সুন্নতের উপর আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবো। বিশেষ করে শিশুদের সাথে কোমল আচরণ করে তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আগামী দিনের ইসলামের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলবো।

ধৈর্য নম্রতা ও সহনশীলতা

ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের নবীর আগমণ। তিনি পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঞ্চিতের হক ফিরিয়ে দিয়েছেন। মানুষের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত কারণে কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। নিজের প্রতি শত অত্যাচার ও কষ্ট প্রধানের ক্ষেত্রে তিনি সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ কঠোরতা ও জোর-জবরদস্তি করে অধিকার আদায় করা, জালেম ও অত্যাচারীর চরিত্র। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তো রহমাতুললিল আলামীন, তিনি কখনো করো প্রতি জুলুম করেননি, কারো হক নষ্ট করেননি। বরং তাঁর প্রতি যারা খারাপ আচরণ করেছে, তাঁর সাথে অন্যায়ভাবে কঠোরতা করেছে, তিনি ছিলেন তাদের প্রতি সদয়, নম্র এবং ধৈর্যশীল ও সহনশীল।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কারো গায়ে হাত তুলেননি। তিনি কখনো তাঁর কোন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেননি এবং কোন খাদেমকে প্রহার করেননি। তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণ করেছে তাহলে তিনি আল্লাহ তা'আলর জন্য তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।[১২৭]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন

كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: «يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه، فضحك ثم أمر له بعط

---

১২৭ আহমাদ, হাদিস: ২৫৭১৫

একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হাঁটছিলাম, তখন তাঁর গায়ে ছিল মোটা ঝালর বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর। তখন এক বেদুঈন তাঁর নিকট এসে তাঁর চাদর ধরে অনেক জোরে এক টান দিল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখি, এতো জোরে টানের কারণে চাদরের ঝালর তাঁর কাধে দাগ ফেলে দিয়েছে। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলার যেই সম্পদ তোমার কাছে আছে সেখান থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ করো। তখন রাসূল ﷺ হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দানের আদেশ দিলেন।[১২৮]

রাসূল ﷺ হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়, কয়েকজন বেদুইন তাঁর অনুসরণ করলো এবং তাঁর নিকট চাইতে থাকলো। অতঃপর তারা তাঁকে একটি গাছের দিকে নিয়ে এবং সওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায়ই তাঁর গায়ের চাদর টেনে নিয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন,

ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل؟ فقال: فوالله لو كان لي عدد هذه

العضاة نعمًا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا

তোমরা আমার চদর ফিরিয়ে দাও। তোমরা কি আমার উপর কৃপণতার ভয় করছো? অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট যদি এই গাছ পরিমাণ পশুও থাকতো তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বন্টণ করে দিতাম। এরপর তোমরা আমকে না কৃপণ, না কাপুরুষ, না মিথ্যাবাদী মনে করতে।[১২৯]

প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ ছিলো, কোমল ও সহনশীল। তিনি প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই কল্যাণ ও অকল্যাণের দিকটার প্রতি লক্ষ্য করে কল্যাণের দিকটা প্রাধান্য দিতেন।

লক্ষ করুন, বেদুঈন লোকটি যখন ভুল করে মসজিদে পেশাব করলো আর সাহাবায়ে কেরামগণ রা. ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বাধা দেওয়ার জন্য তেড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবাদের

---

১২৮ মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮

১২৯ হাদীসটি বাগবী তার শারহুস সুন্নায় বর্ণনা করেন, এবং আলবানী তা সহীহ বলেন

এমনটি করতে নিষেধ করলেন। করণ লোকটি ছিলো অজ্ঞ, সে মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে জানতো না। অন্য দিকে ঐঅবস্থায় তাকে বাঁধা দেওয়া হলে তার শারীরিক সমস্যার আশংকা ছিলো। সাথে সাথে সাহাবীদের এমন কঠিন আচরণ দেখে সে ইসলাম গ্রহণ না করে হয়তো চলে যেতো। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.

এক গ্রাম্য বেদুঈন মসজিদের ভিতরে পেশাব করে দিলো। তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে বাধা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি বা কয়েক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই তোমরা তো সহজতার জন্যই প্রেরিত হয়েছো, কঠোরতা করার জন্য প্রেরিত হওনি।[১৩০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসারী দাবিদারকে অবশ্যই নিজেদের নফসের অনুসরণ বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করতে হবে এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর মত ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে। হাদিস শরীফে এসেছে

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ

১৩০ বুখারী, হাদিস: ৬১২৮

إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا".

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরউয়া বর্ণনা করে বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন আপনার উপর এসেছিলো কি? তিনি বললেন, আমি তোমার কওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন আমি যখন নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তাঁর জবাব দেয়নি। তখন আমি এমন বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা লাঘব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)।

তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারাপ্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, হে মুহাম্মদ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।[১৩১]

বর্তমানে দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকেই তাড়াহুড়া করে এবং দ্রুত তার ফল পেতে চায়। কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, নফসের অনুসরণ না করে পূর্ণ এখলাসের সাথে দাওয়াতি কাজ করা এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা। আর এগুলোর ঘাটতি থাকার কারণেই আমরা বর্তমানে অনেককে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে দেখা যায়। সুতরাং আমাদেরকে তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আর এক দিনেই তাঁর দাওয়াতের ফল পাওয়া শুরু করেননি বরং অনেক বছর লাগাতার ধৈর্যের সাথে মেহনতের পরই তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে, মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে। দেখুন কী সিমাহীন ধৈর্য ছিল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। ইবনে মাসউদ রা, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللَّهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

মনে হচ্ছিলো আমি রাসূলুল্লাহ কে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি তার চেহারার রক্ত মুছতে মুছতে বলছেন, হে আল্লাহ আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।[১৩২]

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে কোন এক জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। তখন ঋণ ফেরত চাওয়ার জন্য যায়েদ ইবনে সুআনাহ নামক এক ইহুদি আসলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার কলার ও চাদর ধরে তার

---

১৩১ বুখারী, হাদিস:৩২৩১; মুসলিম, হাদিস: ১৭৯৫

১৩২ বুখারী, হাদিস: ৬৯২৯; মুসলিম, হাদিস: ১৭৯২

দিকে চোখ বড়বড় করে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমার ঋণ পরিশোধ করবে না ? এবং সে লোকদের সামনেই তাঁকে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলছিলো। ওমর ইবনে খাত্তাব রা. তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি যায়েদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন তার চক্ষুদ্বয় ঘুর্ণয়মান নক্ষত্রের মত স্বীয় কক্ষপথে ঘুরছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুই আমার চোখের সামনে রাসূলুল্লাহ কে এগুলো বললি, তাঁর সাথে এমন আচরণ করলি? ঐসত্তার শপথ করে বলছি যিনি তাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি যদি তার তিরস্কারের ভয় না করতাম তাহলে আমার তরবারি দিয়ে তোর মাথা দ্বিখন্ডিত করে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর রা. এর দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فأعطه حقه، وزده عشرين صاعًا من تمر

ওমর! আমি এবং সে তোমার থেকে এমন আচরণ আশা করি যে, তুমি আমাকে অনুরোধ করবে, সুন্দর ভাবে তার ঋণ আদায় করে দিতে, আর তাকে আদেশ করবে সুন্দর আচরণ করতে। ওমর! তাকে নিয়ে যাও এবং তার হক তাকে আদায় করে দাও। তাকে বিশ সা' খেজুর বেশি দিবে।

ওমর রা. যখন তাকে বিশ সা' খেজুর বেশি দিলো, তখন ইহুদি যায়েদ বললো, ওমর! এই বেশি অংশ কীসের? ওমর রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার কঠোরতার পরিবর্তে আমাকে এই বেশি অংশ দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যায়েদ বললো, ওমর! তুমি কি আমাকে চেনো? তিনি বললেন, না। কে তুমি? যায়েদ ইবনে সুআনাহ বলল, আল হিবর (তথা ইহুদী পাদ্রী)। ওমর রা. বললেন, ইহুদি পদ্রী? তুমি বলছো তুমি ইহুদী পাদ্রী যায়েদ ইবনে সুআনাহ!! তিনি বলেন, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এমন কঠোর আচরণ করলে কেন? তার সাথে এমন কঠোর ভাষায় কথা বললে কেন?

সে বলল, ওমর! আমি যখন তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, তখন নবুওয়াতের দু'টি আলামত ব্যতীত আর সকল আলামতই তার চেহারার মধ্যে বুঝতে পারলাম। দু'টি আলামত সম্পর্কে জানতে পারিনি।

আলামত দু'টি হলো, ১. তাঁর সহিষ্ণুতা অজ্ঞতার উপর অগ্রগামী কি না। ২. মুর্খতা বশত কঠিন আচরণ তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতাকেই কেবল বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আমি তার এই দুইটা আলামত পরীক্ষা করে দেখলাম।

ওমর ! তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিলাম। এবং তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার সম্পদের অর্ধেক আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের উপর সাদাকা করলাম। ওমর রা. বললেন, বরং তুমি বলো, আমি তাদের কতেকের উপর সাদাকা করলাম করণ তুমি তাদের সকলকে দিতে সক্ষম হবে না। যায়েদ বললেন, তাদের কতেকের উপর। তখন ইহুদি যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ফিরে গেলো এবং বললো,

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. অর্থাৎ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সে তাঁর উপর ঈমান আনলো ও তাঁকে নবী রূপে বিশ্বাস করলো।[১৩৩]

প্রিয় ভাই! আমরা যদি এই দীর্ঘ হাদিসে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ এবং তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করি তাহলেই আমরা পেয়ে যাবো দাওয়াতের ক্ষেত্রে পথ ও পন্থার এবং বুঝতে পারবো দাওয়াতের ক্ষেত্রে কী সিমাহীন ধৈর্য, কোমলতা ও সহশীলতা প্রয়োজন আমাদের। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ হলো কোমল আচরণ দিয়ে মানুষের মন জয় করা।

---

১৩৩ বুখারী, হাদিস: ৬৯২৯; মুসলিম, হাদিস: ১৭৯২

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

اعتمرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة حتى إذا قدمت ـ

مكة، قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت،

قال: أحسنت يا عائشة» وما عاب علي

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মদিনা থেকে উমরা করার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য আমার মাতা পিতা কুরবান হোক। আমি কখনো কছর পড়েছি আবার কখনো পূর্ণ সালাত আদায় করেছি। কখনো রোযা ভঙ্গ করেছি আবার কখনো রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, আয়েশা ! তুমি ভালই করেছো। তিনি আমাকে দোষারুপ করেননি।[১৩৪]

---

১৩৪ নাসায়ী, হাদিস: ১৪৫৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাবার

সমাজের উঁচু শ্রেণী, ক্ষমতাবান ও ধনীদের বাড়িতে সবসময় খাবার দাবারের রমরমা অবস্থা ও বিলাসিতা লেগেই থাকে।

কিন্তু এই উম্মতের নবী, তিনি যে শুধু নবী তা কিন্তু নয়, তিনি একই সাথে উম্মতের নবী, রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান সেনাপতি, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা তার হাতে। রাষ্ট্রিয় কোষাগারের ক্ষমতা তার হাতে। উট বোঝাই হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী তার নিকট আসছে, তার সামনে স্বর্ণ রুপা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এই যার অবস্থা তাঁর জীবন যাপনের মান এবং খানা-পিনার অবস্থা কী? তিনি কি রাজা-বাদশাহদের মত জীবন-যাপন করেন নাকি তার চেয়েও উঁচু মানের বিলাসিতাপূর্ণ? তাঁর খাবার কি ধনী ও বিত্তশীলদের মত নাকি তার চেয়েও ভাল উন্নতমানের?

হে ভাই! একবার লক্ষ করে দেখো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাবারের মান ও পরিমাণ কেমন ছিলো? তুমি আশ্চর্য হয়ো না তার খাবারের মান ও পরিমাণ দেখে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুপুর ও রাতের খাবারে কখনো রুটি গোস্ত একত্র হতো না, যদিও হতো তা হতো অতি সামান্য।[১৩৫]

الضفف শব্দের অর্থ হলো, খাবার অল্প আর মানুষ বেশি। অর্থাৎ তিনি তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারতেন না। যদি মেহমান আসতো তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ও তাদের আনন্দের জন্য তৃপ্ত হয়ে খাবার খেতেন।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم

১৩৫ তিরমিযী, হাদিস: ২৩৫৬

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কখনো পরপর দুই দিন যবের রুটি পেট ভরে খায়নি।[১৩৬]

অন্য রেওয়াতে এসেছে,

ما شبع آل محمد منذ قام المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমণের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার লাগাতার তিন দিন পেট পূর্ণ করে গমের রুটি খায়নি।[১৩৭]

বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার না পেয়ে খালি পেটে ঘুমিয়ে যেতেন, তাঁর পেটে একটি লোকমাও যেত না। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيت الليالي المتتابعة طاويًا هو وأهله،لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরিবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় লাগাতার কয়েক রাত অতিবাহিত করতেন। রাতের খাবার থাকতো না তাঁদের কাছে। আর তাদের বেশির ভাগ রুটিই ছিলো যবের রুটি।[১৩৮]

খাবারের স্বল্পতা বা খাবার না থাকার কারণে যে এমনটি হতো তা নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তো সর্বদা খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী আসতেই থাকতো, কখনো কখনো উট বোঝাই হয়ে পণ্য দ্রব্য আসতো তাঁর নিকট। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে তা দান করে দিতেন মানুষের মধ্যে। উকবা ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর খুব দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন এবং অবস্থান না করেই আবার বের হয়ে এলেন। তখন আমি অথবা অন্য কেউ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

---

১৩৬ মুসলিম, হাদিস: ২৯৭০

১৩৭ মুসলিম, হাদিস: ২৯৭০

১৩৮ তিরমিযী, হাদিস: ২৩৬০

كنت خلفت في البيت تبرًا -أي ذهبًا- من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته

ঘরে সাদকার কিছু স্বর্ণ রেখে এসে ছিলাম, সেগুলো ঘরে রেখে আমি রাত্রি যাপন করতে চাইনি, তাই সেগুলো বন্টন করে দিলাম।[১৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দানশীলতা ও বদান্যতার আশ্চর্যজনক আরেকটি দিক হলো, তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে সাথে সাথে তিনি তাকে তা দান করে দিতেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام شيئًا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل، فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: «يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر

কেউ যদি ইসলামের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কিছু চাইতো, তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। একবার এক লোক এসে তার নিকট চাইলে, তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এক পাল ছাগল দান করলেন। লোকটি তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, হে কওমের লোকসকল ! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দান করেন, যাতে আর অভাবের আশঙ্কা নেই।[১৪০]

হে ভাই! এবার চিন্ত করে দেখো এমন দানশীল নবীর খাবারের অবস্থা কী? আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لم يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خوان حتى مات، وما أكل خبزًا مرققًا حتى مات

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত কখনো উন্নতমানের বিলাসী দস্তরখানা বা খাবার টেবেলি বসে খাননি এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো পাতলা নরম রুটি খাননি।[১৪১]

---

১৩৯ বুখারি, হাদিস: ১৪৩০

১৪০ মুসলিম, হাদিস: ২৩১২

১৪১ বুখারী, হাদিস: ৬৪৫০

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এসে বলতেন,

أعندك غداء»؟ فتقول: لا، فيقول: «إني صائم

তোমর নিকট কি কোন খাবার আছে ? তিনি (আয়েশা রা.) যখন বলতেন 'না'। তখন তিনি বলতেন, তাহলে আমি রোযা।[১৪২]

এমনও প্রমাণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ও তার পরিবার দুই মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র খেজুর আর পানি খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে,

أنه كان يقيم الشهر والشهرين، لا يعيشه هو وآل بيته إلا الأسودان: التمر والماء.

তিনি এক দুই মাস কাটিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবন ধারণের জন্য দুই কাল বস্তু তথা খেজুর ও পানি ব্যতীত কিছুই জুটতো না।[১৪৩]

এত স্বল্প খাবার ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরেও কখনো তিনি আল্লাহ তা'আলার নাশুকরি করেননি। বরং সর্বদাই তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেছেন। খাবার যেমনই হোক তিনি তা খেয়ে নিতেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে খাবার প্রস্তুতকারীর শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। খাবার খারাপ হলে খাবার প্রস্তুতকারীকে তিরস্কারও করতেন না। কারণ খাবার প্রস্তুত করাটা একট শিল্প বা ইজতেহাদি বিষয় এতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি কখনো খাবার প্রস্তুতকারীকে তিরস্কার করতেন না। উপস্থিত খাবার ফেরৎ দিতেন না এবং যা নেই তা তালাশ করতেন না। তিনি হলেন উম্মতের নবী। তাঁর চিন্তা চেতনা বা টার্গেট কখনই পেট আর পেট ভরার বস্তু নিয়ে ছিলো না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

---

১৪২ তিরমিযি, হাদিস: ৭৩৪

১৪৩ বুখারী, হাদিস: ২৫৬৭; মুসলিম, হাদিস: ২৯৭২

ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه.

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না, যদি তাঁর ভালো লাগতো তাহলে খেতেন আর না লাগলে খেতেন না।[১৪৪]

প্রিয় ভাই! যারা খানা-পিনার বিলাসিতায় পড়ে গেছে, তাদের জন্য শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কথাকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি।

খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শই হলো সর্বোত্তম আদর্শ। খাদ্যের ব্যাপারে তাঁর আদর্শ হলো, ভালো লাগলে পরিমিত খেতেন। উপস্থিত কোন খাবার ফেরত দিতেন না এবং যা নেই তা কখনো অনুসন্ধান করতেন না। যদি রুটি ও গোশত উপস্থিত হতো তাহলে তাই খেতেন, আবার যদি ফল, উপস্থিত হতো তাহলেও তাই খেতেন। আবার যদি কখনো শুধু রুটি বা শুধু খেজুর উপস্থিত হতো তাহলেও সেটাই খেতেন। তাঁর কাছে দুই প্রকার খাবার আনা হলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, আমি দুই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করবো না। আর মজাদার ও মিষ্টি খাদ্য গ্রহণ করা থেকেও তিনি বিরত হতেন না। হাদীসে এসেছে, নবী কারীম বলেন:

لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني

কিন্তু আমি কখনো রোযা রাখি, আবার কখনো রোযা ছেড়েও দেই। রাত্রে কিছু অংশ জেগে ইবাদাত করি ও কিছু অংশে ঘুমাই, আমি তো বিবাহ করেছি এবং গোশতও ভক্ষণ করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ থাকবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৪৫]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র খাবার গ্রহণ এবং এজন্য শুকরিয়া আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে পবিত্র বস্তুকে হারাম করলো সে হলো সীমালঙ্ঘণকারী আর যে শুকরিয়া আদয় করলো না সে আল্লাহর হক নষ্টকারী।

---

১৪৪ বুখারী, হাদিস: ৩৫৩৬; মুসলিম, হাদিস: ২০৬৪

১৪৫ মুসলিম, হাদিস: ১৪০১; নাসায়ী, হাদিস: ৩২১৭

খাবারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পন্থাই হলো সঠিক ও সরল পন্থা। আর এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ দু'টি ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে।

১.অপচয় আর নিজের নফসানি খায়েশাত পূর্ণ করার পথ।

২.আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম করে, বৈরাগ্যতা সৃষ্টির পথ। আর ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই।

এর পর শাইখুল ইসলাম রা. বলেন, প্রতিটি হালালই পবিত্র, আর প্রতিটি পবিত্র জিনিসই হালাল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র খাবার গ্রহণ করতে বলেছেন আর খাবায়েছ তথা অপবিত্র খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর পবিত্র খাবার হলো উপকারী ও সুস্বাদু। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয় হারাম। আমাদের দেহের জন্য উপকারী বিষয়কেই আমাদের জন্য হালাল করেছেন।

খাবার ও পোশাক, ক্ষুধা ও তৃপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এমনকি এগুলোর ক্ষেত্রে কখনো কখনো একেক জনের অবস্থাও একেক রকম হয়ে থাকে। তবে সর্বোত্তম আমল হলো যার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে এবং তা ব্যক্তির জন্যও উপকারী।[১৪৬]

---

১৪৬ মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৩১০ সংক্ষেপিত

অন্যের সম্মান রক্ষা করা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজলিস হলো ইলম ও জিকিরের মজলিস। আর সেই মজলিসে যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত থেকে ইলম শিক্ষা দেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তাহলে সেই মজলিসের মান ও উচ্চতা হবে কত!

রাসূল ﷺ এর মজলিসের বিশুদ্ধতা ও তাঁর নির্মল চরিত্রের প্রমাণই হলো, তিনি ভুলকারীকে সংশোধন করতেন, অজ্ঞকে শিক্ষা দিতেন, উদাসীন-গাফেলকে সতর্ক করতেন। তাঁর উত্তম কথা ও কর্মই তাঁর মজলিসে গ্রহণযোগ্যতা পেতো। কেউ কথা বললে মনযোগ সহকারে তিনি তার কথা শুনতেন। তবে তিনি কখনই গিবত, চুগলখুরী, ও অন্যের অপবাদ দেওয়া মেনে নিতেন না। তিনি সর্বদাই অন্যের সম্মান রক্ষা করতেন। তার সামনে কারো সম্মান নষ্ট হওয়াকে তিনি মেনে নিতেন না।

আতবান ইবনে মালেক রা, হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقال: «أين مالك بن الدخشم»؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, মালেক ইবনুদ দাখশাম কোথায়? তখন এক লোক বলল, সে তো মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পছন্দ করে না। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এমনটি করো না। তুমি কি দেখ না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করেছে ! আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই") পাঠ করবে! আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন।[১৪৭]

---

১৪৭ বুখারী, হাদিস: ৫৪০১; মুসলিম, হাদিস: ৩৩

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং অন্যের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন:

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহ সম্পর্কে বলবো না? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, মিথ্যা কথা থেকে সাবধান থাকবে। তিনি একথা বার বার বলছিলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা (মনেমনে) বললাম, এখন যদি তিনি চুপ হতেন।[১৪৮]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.কে তিনি অত্যন্ত মুহাব্বত করা সত্তেও, গিবতের ব্যাপারে তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং এর ভয়াবহ বিপদের কথা তার সামনে স্পষ্ট করে বলেছেন।

আয়েশা রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة: تعني قصرها، فقالت: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته

আমি নবী কারীম কে বললাম, আপনার জন্য তো এমন সফিয়্যাই যথেষ্ট। কোন কোন রাবী বলেন, এর মাধ্যমে তিনি তার খাটো হওয়াকে বুঝিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন কথা বলেছো, তা যদি সাগরের পানির সাথে মেশানো হতো তাহলে তা এর পানিকে পরিবর্তন করে দিতো।[১৪৯]

---

১৪৮ বুখারী, হাদিস: ২৫৫৪

১৪৯ আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮৭৫

যারা তার অন্য ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يعتقه من النار

যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের গীবত দমন করে তার সম্মান রক্ষা করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।[১৫০]

---

১৫০ আহমাদ, হাদিস: ২৭৬০৯

জিকিরের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার জিকির করতেন। এই উম্মতের প্রধাণ মুরব্বি ও শিক্ষক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করতেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে তার আত্মার সম্পর্ক ছিলো সার্বক্ষণিক সুদৃঢ়। কোন একটি মূহুর্তও তাঁর আল্লাহর জিকির, হামদ ও ছানা পড়া থেকে খালি যেতো না। অথচ তাঁর পূর্ব-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি ছিলেন একজন চিরকৃতজ্ঞ বান্দা। শুকরিয়া আদায়কারী নবী এবং প্রশংসাকারী রাসূল। তিনি যথাযথভাবে তাঁর রবকে চিনতেন। এজন্য সর্বদাই তাঁর হামদ, ছানা ও জিকিরে মাশগুল থাকতেন। একটি মূহুর্তও তাঁর আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত কাটতো না। তিনি সময়ের মূল্য সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ অবগত। আর একারণেই প্রতিটি মূহর্তই তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত বন্দেগীতে কাটাতেন।

হাদিস শরীফে এসেছে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহ তা'আলার জিকির করতেন।[১৫১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসেই একশত বার গণনা করতাম রাসূল ﷺ বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।[১৫২]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

---

[১৫১] মুসলিম, হাদিস: ৩৭৩

[১৫২] আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৬

আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমি দৈনিক ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেগফার করি এবং তাঁর নিকট তাওবা করি।[১৫৩]

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসেই একশত বার গণনা করতাম রাসূল ﷺ বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।[১৫৪]

উম্মুল মুমিনীন ইম্মে সলামা রা. বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাঁর নিকট থাকতেন তখন বেশি বেশি এই দো'আ পড়তেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

হে অন্তর সমূহকে পরিবর্তণকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির করে দিন।[১৫৫]

---

১৫৩ বুখারী, হাদিস: ৬৩০৭

১৫৪ আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৬

১৫৫ তিরমিযী, হাদিস: ২১৪০

প্রতিবেশী

রাসূল ﷺ প্রতিবেশীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাদের খোঁজ খবর নিতেন। বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। প্রতিবেশীর প্রতি তার অন্তরে বিশেষ একটা স্থান ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

জিবরাইল আ. আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারের এতো বেশি তাগিদ দিয়েছেন যে, আমার মনে হয়েছে নিশ্চয়ই তাকে উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জর রা.কে ওসিয়ত করে বলেন,

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك

আবু জর! যখন তরকারি রান্না করো তখন তার ঝোল বাড়িয়ে দাও এবং প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করো।[১৫৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন,

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه

যার অনিষ্ট ও খারাবি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৫৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن إلى جاره

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে।[১৫৯]

---

১৫৬ বুখারী, ৬০১৪; মুসলিম, হাদিস: ২৬২৫

১৫৭ মুসলিম, হাদিস: ২৬২৫

১৫৮ মুসলিম, হাদিস: ৪৬

১৫৯ মুসলিম, হাদিস: ৪৭

মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বির্ণিত। তিনি বলেন:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام كذا وكذا؟

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কারো সম্পর্কে কোন দোষের সংবাদ পৌছলে তিনি একথা বলতেন না যে, ওমুকের কি হলে যে, সে এমনটি বলছে। বরং তিনি বলতেন মানুষের কি হলো যে, তারা এমন এমন বলছে।[১৬০]

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল ﷺ এর নিকট এক লোক এলো আর তখন তার উপর হলুদ রং পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেন, এমন কিছু নিয়ে কম লোকই তাঁর নিকট আসতো। লোকটি যখন বের হয়ে গেলো তখন তিনি বললেন,

لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه

তোমরা যদি এ ব্যক্তিকে তা ধৌত করতে বলতে, তবে ভালো হতো।[১৬১]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ ترحم على كل قريب هين لين سهل

আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দেবো না, যে ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য হারাম এবং জাহান্নামও তার জন্য হারাম। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই জাহান্নাম হারাম যে নৈকট্যশীল, সহজ সরল ও নরম পবৃত্তির।[১৬২]

---

১৬০ আবু দাউদ: হাদিস: ৪৭৮৮

১৬১ আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭৮৯

১৬২ আহমদ, হাদিস: ৩৯৩৮

হক সমূহ আদায়

মানুষের উপর অনেকগুলো হক রয়েছে। প্রকৃত মুমিন বান্দাকে সেসকল হকগুলো আদায় করতে হয়। যেমন, আল্লাহর হক, পরিবারের হক, নিজের উপর নিজের হক, বান্দার হকসহ আরো অনেক হক রয়েছে যেগুলো একজন মুমিন বান্দাকে আদায় করতে হয়। সুতরাং আমরা এখন দেখবো এসকল হকগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে আদায় করেছেন এবং কিভাবে প্রতিটি মূহুর্ত থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করেছেন ?

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়িতে তিনজন লোক এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতঃপর তাদেরকে যখন সে বিষয়ে জানানো হলো, তারা তা অতি অল্প মনে করলো। তারা বলল, কোথায় রাসূল ﷺ এর মর্যাদা আর কোথায় আমরা? তাঁর জীবনের পূর্বাপর সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত ধরে নামায আদায় করবো। অন্যজন বলল, আমি সারা জীবন ধরে রোযা রাখবো, কখনো ছাড়বো না। অন্যজন বলল, আমি মহিলাদের এড়িয়ে চলবো, কখনো বিবাহ করবো না। তখন রাসূল ﷺ তাদের নিকট আসলেন এবং তাদের বললেন, তোমরাই কি এসব কথাবার্তা বলছিলে ?

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের চেয়ে আমিই আল্লাহকে বেশি ভয় করে থাকি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। তারপরও আমি কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রোযা রাখি না, রাত্রির কিছু অংশে নামায আদায় করি আবার কিছু অংশে ঘুমাই, আর আমি বিবাহ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ থাকলো, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৬৩]

রাসূল ﷺ এর ধৈর্য ও বীরত্ব

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী করীমকে অসীম সাহসিকতা আর পূর্ণ বীরত্ব দান করেছিলেন। বিশেষ করে দ্বীনের সাহায্য এবং আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বীরত্ব ছিল অসীম ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে যেসকল নেয়ামত দান করেছিলেন তিনি সর্বদা সেগুলো সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয় করতেন। কখনও তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেন না। বীরত্ব ও সাহসীকতাও তার অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادمًا ولا امرأة

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি। তবে জিহাদের ময়দান ব্যতীত। (জিহাদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাঃ কাফেরদেরকে আঘাত করেছেন।) তিনি কোন খাদেমকে এবং কোন স্ত্রীকে কখনো প্রহার করেননি।[১৬৪]

রাসূল ﷺ এর বীরত্ব ও সাহসীকতার এক উজ্জ্বল নমুনা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই দ্বীনকে বিজয় করার আগ পর্যন্ত তিনি একাই মক্কার মুশরিক এবং কুরাইশ নেতাদের সামনে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেছেন এবং দৃঢ় পাহাড়ের মত অটল থেকেছেন। তিনি কখনই একথা বলে পিছপা হননি

---

১৬৩ বুখারী, হাদিস: ৫০৬৩; মুসলিম, হাদিস: ১৪০১

১৬৪ মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮

যে, আমি একা, আমার সাথে কেউ নেই, পুরো জাতি আমার বিপক্ষে। বরং তিনি একাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে বহন করে, মক্কার মুশরিক ও কুরাইশ নেতাদের সকল হুমকি ধামকি উপেক্ষা করে তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেছেন। রাসূল ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাহসী, বীর এবং দৃঢ় সংকল্পকারী ও ধৈর্যশীল। মানুষ পলায়ন করতো আর তিনি অটল থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন পর্যন্ত হেরা পর্বতের গুহায়, একাকি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল ছিলেন, কেউই তাকে বাধা দেয়নি, এজন্য সকল কাফের এক হয়ে তাকে কষ্ট প্রদান করেনি। কিন্তু তিনি যখন মানুষের নিকট তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে গেলেন, তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বললেন, তখনই কাফেররা অবাক হয়ে বলল,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা নির্ধারিত করে দিয়েছে! নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।[১৬৫]

তারা মূর্তি ও প্রতিমাকে তাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।[১৬৬]

---

১৬৫ সূরা ছা'দ-আয়াত: ৫

১৬৬ সূরা যুমার-আয়াত: ৩

যদিও তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করতো না। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছো না?[১৬৭]

প্রিয় মুসলিম ভাই! একবার চিন্তা করে দেখো, বর্তমানে কিভাবে মুসলিম বিশ্বে শিরক ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরা কবরের সামনে গিয়ে মৃত মানুষের নিকট প্রার্থনা করছে, তার জন্য মান্নত করছে। আশা ও ভয় নিয়ে মানুষ কবরের সামনে যাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ এটা স্পষ্ট শিরক। এর মাধ্যমে একজন সামন্য মৃত মানুষকে এক মহান চিরঞ্জিব সত্তার সমপর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।[১৬৮]

আমরা কিছু সময়ের জন্য রাসূল ﷺ এর বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর বাড়ির বামদিকে একটি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাই। তাহলে আমরা তার বীরত্ব ও সাহসীকতার এক বিশাল নিদর্শন দেখতে পাবো। হ্যাঁ আমরা এখন উহুদ পর্বতের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো। উহুদ পর্ববত মুসলিম ইতিহাসের এক মহান স্থান।

---

১৬৭ সূরা ইউনুস-৩১

১৬৮ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৭২

এখানে মুসলমানদের অনেক বীরত্বপূর্ণ স্মৃতি রয়েছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বীরত্ব সাহসীকতা আর ধৈর্যের স্মৃতি। তিনি এখানে যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মাধ্যমে আহত হয়েছেন, তার পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত হয়েছে, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেছে, মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন।

উহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আহত হওয়া সম্পর্কে সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন,

أما والله إنى لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -◉ ومن كان يسكب الماء وبما دووى◉ قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغسله وعلى بن أبى طالب يسكب الماء بالمجن◉ فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعًا من حصير وأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه

অবশ্যই আমি জানি কে রাসূল ﷺ এর ক্ষতস্থান ধৌত করেছে? কে তাতে পানি ঢেলেছে? আর কিসের মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা হয়েছে? তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে রাসূল ﷺ তা ধৌত করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব রা. লোটা থেকে পানি ঢেলেছেন। ফাতেমা রা. যখন দেখলেন, পানির চেয়ে রক্ত বেশি পড়ছে তখন তিনি চাটাইয়ের একটা অংশ নিয়ে তা জ্বালিয়ে ক্ষতস্থানের সাথে লাগিয়ে দিলেন। আর তখন রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিলো। চেহারায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর লৌহ বর্ম ভেঙ্গে মাথায় আঘাত পৌঁছে যায়।[১৬৯]

হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. বলেন, যখন মুসলমানগণ পেছন দিকে পলায়ন করতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গাধার উপরে আরোহণ করে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর আমি তখন লাগাম টেনে ধরে তার গতি রোধ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলছিলেন,

أنا النبى لا كذب◉ أنا ابن عبد المطلب

---

১৬৯ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯০

আমি সত্য নবী। মিথ্যা নবী নই। আমি আব্দুল মুত্তলিবের বংশদর।[১৭০]

প্রসিদ্ধ বীর ও সাহসী যুদ্ধা আলী ইবনে আবু তালিব রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেন,

যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করতো, একদল অপর দলের মুখোমুখি হতো আমরা তখন রাসূল ﷺ এর আশ্রয়ে যেতাম। তিনি শত্রুর সবচেয়ে বেশি কাছা কাছি থাকতেন।[১৭১]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর ধৈর্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। দাওয়তী ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা ও ধৈর্য আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তার ধৈর্য আর ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পৃথিবীর বুকে এবং এই দ্বীনের সওয়ারী অবাধে বিচরণ করেছে জাজিরাতুল আরব শাম ও মাওরাউন নাহারে। এই অঞ্চলগুলো কাচা পাকা কোন ঘরই বাকি নেই যেখানে দ্বীনের আলো পৌঁছায়নি।

হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلاَلٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . - وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَارًّا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلاَلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে আমাকে যতটা ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে অন্য কাউকে সে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়নি। আল্লাহর জন্য আমাকে যতটা যাতনা দেওয়া হয়েছে, আর কাউকে এত যাতনা দেওয়া হয়

---

১৭০ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৬; বুখারি, হাদিস: ২৮৭৪

১৭১ বাগাবী শরহে সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন, এবং দেখুন: সহীহ মুসলিম ৩/১৪০১

নি। এক নাগাড়ে ত্রিশটি দিন ও রাত্র এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের তলে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বিলালের জন্য এতটুকু খাদ্যও ছিলো না যা কোন প্রাণী খেতে পারে।[১৭২]

আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এর হাতে অনেক অঞ্চলের বিজয় দান করেছেন, তাঁর হাতে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ গনিমত হিসেবে এসেছে তা সত্ত্বেও তিনি একটি স্বর্ণ রুপাও মিরাছ হিসেবে রেখে যাননি। বরং তিনি মিরাছ হিসেবে রেখে গেছেন। দ্বীনে ইলম। ইলমই হলো নবুওয়তের মিরাছ। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে এই মিরাছ গ্রহণ করুক। এই মিরাছ গ্রহণের জন্য সকলকেই স্বগতম।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিনার দেরহাম রেখে যাননি। তিনি কোন বকরী বা উট রেখে যাননি এবং কোন কিছুর ওসিয়তও করে যাননি।[১৭৩]

---

১৭২ তিরমিযী, হাদিস: ২৪৭২; আহমাদ, হাদিস: ১৪০৫৫ সহীহ, ইবনু মাজাহ ১৫১

১৭৩ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩৫

রাসূল ﷺ এর দো'আ

দো'আ অনেক বড় একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট দো'আ করা জায়েজ নেই। আর দো'আ হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের দুর্বলতা ও অভাব প্রকাশ করে তাঁর সাহায্য প্রর্থনা করা। দো'আ দাসত্বের নিদর্শন বহন করে, মহান রবের সামনে বান্দার ছোট হওয়া প্রকাশ করে। দো'আর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা থাকে এবং দো'আ ও অনুগ্রহের বিষয়টা আল্লাহ তা'আলার দিকে ন্যস্ত করা হয়। আর একারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন

الدعاء هو العبادة

দো'আই হলো ইবাদত।[১৭৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের তুচ্ছতা ও দাসত্ব প্রকাশ করে তাঁর নিকট অনেক বেশি পরিমাণে দো'আ করতেন। তিনি অল্প কথায় ব্যাপাক অর্থবহ কথা বলতে পছন্দ করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি মিনতি করে দো'আ করতে পছন্দ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দো'আর মধ্যে একটি দো'আ ছিলো,

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ ◉ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনকে সঠিক করে দিন, যা আমার বিষয়াদির হেফাজতকারী। আমার দুনিয়াকে সঠিক করে দিন যেখানে আমার বসবাস। আমার আখেরাতকে সঠিক করে দিন যেখানে আমার চিরস্তায়ী আবাস।

---

১৭৪ তিরমিযী, হাদিস: ২৯৬৯

সকল কল্যাণের মধ্যে আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। আমার মৃত্যুকে বানান আমার জন্য সকল অকল্যাণ থেকে প্রশান্তির।[১৭৫]

রাসূল ﷺ এর আরেকটি দো'আ ছিলো,

اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ۞ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءاً أَوْ أَجرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ

হে আল্লাহ ! আপনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। সকল জিনিসের রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোন সত্য মাবুদ নাই। আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আমার নিজের অকল্যাণ থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে, তার কুচক্র বা ফাঁদ থেকে এবং আমি যেন নিজের কোন অকল্যাণ না করি এবং কোন মুসলমানের দিকে অকল্যাণ বয়ে নিয়ে না যাই।[১৭৬]

রাসূল ﷺ এই দো'আও করতেন,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ আপনার হারাম বস্তু থেকে রক্ষা করে আপনার হালাল বস্তুর মাধ্যমে আমাকে পরিতুষ্ট করুন। এবং আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন।[১৭৭]

তিনি আরো দো'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى

হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষামা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে রাফিকুল আ'লা তথা সর্বোত্তম বন্ধুর মিলন দান করুন।[১৭৮]

---

১৭৫ মুসলিম, হাদিস: ২৭২০

১৭৬

১৭৭ তিরমিযী, হাদিস: ৩৫৬৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুখে-দুঃখে, সহজ সময়, কঠিন সময়, অভাবের সময়, স্বচ্ছলতার সময় এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক দো'আ করতেন। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদের বিজয় আর মুশরিকদের পরাজয়ের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এত পরিমাণে দো'আ করেছেন যে, তার কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, তাঁর সাহাবিদের জন্য এবং সকল মুসলমানদের জন্য দো'আ করতেন।

[১৭৮] তিরমিযি, হাদিস: ৩৪৯৬; ইবনু মাযাহ, হাদিস: ১৬১৯

শেষ সাক্ষাত

এতক্ষণ আমরা রাসূল ﷺ কে নিয়ে আলোচনা শুনলাম। জানলাম তাঁর উত্তম চরিত্র, জিহাদ ও বীরত্বসহ তাঁর জীবনের নানা দিক সম্পর্কে। এখন আমরা জানবো আমাদের উপর, এই উম্মতের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হক রয়েছে। যেগুলো পূরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। নিম্নে আমাদের উপর তাঁর হক সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হলো।

তাঁর প্রতিটি কর্ম ও কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। তাঁর আনুগত্য করা ও অবাধ্য না হওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর বিচার ও ফায়সালা মেনে নেওয়া এবং তাঁর বিচার ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কোন ধরণের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ব্যতীত তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। প্রতিটি বিষয়ে পূঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা।

সকল মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ছেলে-সন্তান এমনকি নিজের চেয়েও তাকে বেশি মুহাব্বত করা ও ভালোবাসা। যথাযথভাবে তার সম্মান করা তাঁর আনিত দ্বীন মানা এবং প্রথমে নিজের মধ্যে তারপর সকল মুসলমানের মধ্যে তার সুন্নত জিন্দা করা। সাহাবায়ে কেরাম রা.দের ভালোবাসা তাদেরকে মুহাব্বত করা, তাদের সিরাত পড়া এবং তাদের উপর দুষ্টদের আরোপিত সকল ভ্রান্ত ধারণা ও মতামতকে প্রতিহত করা। রাসূল ﷺ এর মুহাব্বতের একটি বড় নিদর্শন হলো তাঁর উপর দুরুদ পড়া।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দো'আ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।[১৭৯]

আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي) فقالوا: يا رَسُول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ (قال: يقول بَلِيْتَ) قال: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)

তোমাদের জন্য সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। সুতরাং তোমরা এই দিনে বেশি বেশি আমার উপর দরুদ পড়ো। কারণ তোমাদের দরূদ পাঠ আমার নিকট পৌঁছানো হয়। তখন তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিভাবে আমাদের দরুদ পাঠ আপনার নিকট পৌঁছানো হবে ? অথচ আপনি মাটির সাথে মিশে যাবেন! তিনি বলেন, আম্বিয়া আ.দের শরীর বক্ষন করা, আল্লাহ তা'আলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৮০]

সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হক আদায়ের লাক্ষ্যে আমাদেরকে বেশি বেশি দরুদ পড়তে হবে। যেমন অন্য হাদিসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেন,

البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي

বখিল বা কৃপণ তো সেই যার নিকট আমার আলোচনা হয় কিন্ত সে আমার উপর দরুদ পড়ে না।[১৮১]

রাসূল ﷺ আরো বলেন,

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه , ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة , فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

কোন সম্প্রদায় যখন মজলিসে বসে আর তাতে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করা হয় না এবং তাদের নবীর উপর দরুদ পাঠ করা হয় না। এটা তাদের জন্য হতাশার

---

১৭৯ সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬

১৮০ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং আলবানী সহীহ বলেছেন

১৮১ তিরমিযি, ইবনে মাযাহ, হাদিস: ১৬৩৭, ১৬৩৬

কারণ। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অথবা তিনি চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।[১৮২]

বিদায়

ঈমান ও আনুগত্য দিয়ে নির্মিত ঘর ছেড়ে আমরা এখন বিদায় নেবো। তবে যারা আখেরাতে মুক্তি চায় এই ঘর তাদের জন্য নিদর্শন হয়ে মুক্তির পথ দেখাবে। যারা হেদায়াত চায়, সঠিক পথের সন্ধান চায়, এই বাড়ি তাদেরকে হেদায়াত ও সঠিক পথের সন্ধান দিবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফল মানুষদের কাতারে নিয়ে শামিল করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের উপর আমল করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ ও সফলতা। আমাদের সালাফগণ তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করেছেন, সুন্নত অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচলিত করেছেন। সুন্নতের অনুসরণের প্রতি সালাফদের অনুরাগ ও আগ্রহের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করছি, যাতে সুন্নতের প্রতি তাদের অনুরাগ ও ভালোবাসা দেখে আমাদের মনেও সুন্নতের অনুসরণের আগ্রহ জাগে এবং আমরাও নিজেদের জীবনকে সুন্নতের রঙে রঙিন করতে পরি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমি কোন হাদিসের উপর আমল না করে তা লিপিবদ্ধ করিনি। এমনকি একবার রাসূল ﷺ এর হিজামার হাদিস আমার সামনে এলো, তিনি হিজামা করিয়েছেন এবং এর বিনিময় আবু তাইবাকে এক দিনার দিয়েছেন। তখন আমিও হিজামাকারীকে এক দিনার দিয়ে হিজামা করালাম।[১৮৩]

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ এর এমন কোন হাদিস আমার নিকট পৌঁছায়নি যার উপর আমি জীবনে একবারও আমল করিনি।

---

১৮২ তিরমিযী, হাদিস: ৩৩৮০

১৮৩ আস সিয়ার: ১১/২১৩

মুসলিম ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করি। অথচ তা খোলাই ছিলো আমার নিকট সহজ বিষয়। এর মাধ্যমে সুন্নতের অনুসরণ করাই আমার উদ্দেশ্য।[১৮৪]

প্রিয় ভাই ! শেষ করার পূর্বে আপনাদের সামনে রাসূল ﷺ এর এক মহান হাদিস পেশ করছি। রাসূল ﷺ বলেন,

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى

আমার সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে, তবে যারা অমান্য করে তারা ব্যতীত। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অমান্য করে কে ? তিনি বলেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার অবাধ্য হয় সেই অমান্য করে।[১৮৫]

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে নবী কারীম এর অনুসরণ করার তাওফিক দিন। প্রতিটি বিষয়ে তার মুওয়াফিক বানিয়ে দিন। আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী বানাবেন না।

হে আল্লাহ! রাত দিন সর্বদা রাসূল ﷺ এর উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! নেককার আবরার বান্দারা তার প্রতি যেই পরিমাণ রহমত কামনা করে আপনি তাঁর উপর সেই পরিমাণ রহমত বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্র করুন। তাকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল করার তাওফিক দিন। তাঁর হাউজ থেকে আমাদের পান করিয়ে চির তৃপ্ত করেন।

وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه أجمعي

---

[১৮৪] আস সিয়ার: ৭/২৪২ ও ইমাম আহমাদের কিতাবুয যহদ ৩৫৫ পৃষ্ঠা

[১৮৫] বুখারী, হাদিস: ৭২৮০

প্রকাশকের কথা

একটি বিপুল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বর্তমানে মানব জাতি অতিক্রম করছে। বিশেষ করে মুসলিম জাতি। হাতাশা অস্থিরতা আর শান্তিহীনতার জাতাকলে জাতি আজ পিষ্ট। আর এই হাতাশা অস্থিরতা আর শান্তিহীনতার মূল কারণ হচ্ছে দ্বীনহীনতা এবং সুন্নাহবিবর্জিত জীবনযাপন। মানুষ যখন তাদের প্রতিটি কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্কন অনুসরণ করবে, সুন্নাহ মুতাবেক তাদের জীবন পরিচালনা করবে , কেবল তখনই তাদের সকল হাতাশা, অস্থিরতা আর অশান্তির আঁধার কেটে আশার আলো ফুটবে এবং স্থিরতা ও শান্তির সুবাতাস বইবে। রাসূল ﷺ এর বাড়িতে একদিন নামক এই বইটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লামের জীবনের এমন কিছু সুন্নত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা বর্তমানে মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছে।

এটি শাইখ আব্দুল মালেক আল কাসিমের লেখা **ইয়াওমিন ফি বাইতির রাসূল ﷺ** নামক কিতাবের সরল অনুবাদ। আমরা সর্বাত্তকভাবে চেষ্টা করেছি একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ অনুবাদ পাঠকদের সামনে তুলে দিতে। এরপরও এতে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। অতএব বিচক্ষণ পাঠকদের নিকট সবিনয় অনুরোধ আমাদের মানবিয় ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে তা জানাবেন। আমরা সেটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবো এবং সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন আমরা আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে তথা চৌদ্দশত বছর পূর্বে ফিরে যাই। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে পড়তে শুরু করি এবং তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করি। আমরা যিয়ারতের জন্য রাসূল এর বাড়িতে, তাঁর গৃহে প্রবেশ করি। আমরা প্রবেশ করি তাঁর বাড়িতে আর প্রত্যক্ষ করি তাঁর অবস্থা, বাস্তব চিত্র, ঘটনা বলি এবং শুনি তার হাদিস, আসুন আমরা তাঁর বাড়িতে একদিন অবস্থান করি। শুধুমাত্র একদিন। একদিনই যথেষ্ট। সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করবো এবং তাঁর কথা ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন উজ্জ্বল করবো...........